প্রার্থনা।

[হিমাচল।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[দ্বিতীয় ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৬ শক। পৌষ।

মূল্য ॥০ আনা।

৭২ নং আপার সারকিউলার রোড।

বিধানযন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

হিমালয়ে প্রার্থনা।

পরিবার ও দল।

১৩ই জুন, বুধবার, ১৮৮৩।

হে পিতা, হে পরিত্রাতা, দুইটি জিনিস্ ভাল হইলে তবে জগতের ভাল হওয়া আশা করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয়, আর দলটি ভাল হয় তাহা হইলে আশা করিব পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক্। আর এ দুইটি যদি ভাল না হয় তবে, হরি, কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ করিবে? পিতা, যাঁরা এত দিন তোমার পূজা করিলেন তাঁরা যদি না ভাল হন তবে কি হবে? সকলেই বলিবে যে কোন্ বাড়ীতে ভগবানের লীলা হইয়াছে, অমনি পৃথিবী চেঁচিয়ে বলিবে, এই বাড়ীতে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে কোন্ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিমা বেশী পড়েছে, পৃথিবী বলিবে, এদের কাছে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে। মা, এ বাড়ীতে যদি পাপ, অবিশ্বাস, অধর্ম্ম ঢোকে আর এই পরিবার ছারখার হয়ে যায়, কে বলিতে পারে কি হইবে? আমার পরিবার যদি তোমার পরিবার হয়, আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হয়, তবে আমি সকলকে দেখাব, দেখ

আমার সকল বস্তুতে হরি, চালে হরি, ডালে হরি, বিছানায় হরি। প্রেমের সুগন্ধ, পুণ্যের ধূপ ধূনো দেখ। আর আমার দল যদি তোমার হয় তা হলে পৃথিবীকে বলিব, দেখ কত বিভিন্ন এক হইয়াছে। আর তা যদি না হয়, পৃথিবী বলিবে, আগে আপনার দল সাম্‌লা তবে আমাদের কাছে প্রচার করিস্। কত লোকের কাছে কত অপমান সহিব। এরা কি তোমার কাছে শুনেছে "ঘর অপরিষ্কার রেখো, খবরদার ফুল এনো না, আমি যাতে তুষ্ট হই তা করো না"। মা, তুমি কি এ বলেছ? না কখনতো বল নাই ঘর অপরিষ্কার রাখিতে। চাঁড়ালদের মতন আমাদের ঘর। অবিশ্বাসের শাস্তি বজ্রধ্বনিতে এখানেও আসিবে। এরা আর কবে ভাল হবে? এরা তো অবিশ্বাসে তোমাকে অনায়াসে বলিতে পারে, ভগবতী, এ তোমার বাড়ী নয়, এ আমাদের বাড়ী। মা ভগবতী, আমি কতবার তোমাকে আনিলাম আর এরা তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের কাছে কত কেঁদে কেটে পায়ে ধরে তোমাকে আনিলাম আর এরা তোমাকে তাড়িয়ে দিলে। মা, যে দুটি সাক্ষী পাব মনে করেছিলাম তাহাদিগের কাহাকেও পেলাম না। ঘর আর দল। আমি পঁচিশ বৎসর সাধনের পর এদের বাবু করিলাম, আমার সম্মুখে এরা সকাল বেলা তোমাকে ঘুসি দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে মঙ্গলবাড়ী পরিষ্কার করে। এরা

ঝাঁট্ দিতে অপমান মনে করে। মা, এরা তো নীচ কাজ করে না।. মা, এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না; মা সকল নর নারী তোমার কাজ করিবে, ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হবে, তবে তো নববিধান পূর্ণ হবে। মা, একটা দল প্রস্তুত কর, একটা ঘর প্রস্তুত কর যা দেখিলে লোকে বল্‌বে একটু ময়লা নাই, একটু পাপ নাই, একটু অধর্ম্ম নাই। একটি দলের লোক কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারের ঘর দেখ, একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র ছেলে মেয়েগুলি হাসিতেছে। এ বাড়ীর লোকেরা যদি ভাল না হয় তবেই গেলাম। ছুইটি দল প্রস্তুত করে আদালতে লইয়া গেলাম, কে বুঝি পয়সা দিয়েছে, কি বলেছে, অমনি তারা তোমাকে অস্বীকার করিল। মা, বড় বড় যোগ ভক্তি শিক্ষা দিতে বলিতেছি না; কিন্তু এরা যেন তোমার কাজকে নীচ কাজ না মনে করে। দয়াময়ি, ছেলে মেয়েদের মনে বড় অমঙ্গল ঢুকেছে। এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। মা, তোমার লোকদের, প্রেরিত প্রচারকদের বাবুয়ানা লাথি মেরে দূর করে ফেলে দাও। আমাদের এই চামড়া গরুর চামড়ার মত, শূকরের চামড়ার মত, ইহা দিয়া যদি তোমর ঘরের সেবা করিতে পারি তবে ইহা সার্থক হয়। তোমার লোকদের, তোমার পরিবারের এত অপরিষ্কার দুর্গন্ধ পাপ আর কি সহ্য হয়?

মা, ইহাদের তোমার করিয়া লও। সেই আগে কথা ছিল এই পরিবার তোমার হইবে, তাহাই হউক। হে পতিতপাবন, হে দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের দলটি আর পরিবারটি যেন তোমার করিয়া লই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া তোমার এই পরিবার পবিত্র হইয়া সংহিতা পড়িতেছে, এই দেখিয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ, শান্তিঃ, কান্তিঃ।

প্রেমে জখম্।

১৪ই জুন, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াল পুরুষ, হে সত্য শিব সুন্দর, তুমি যে যুগে যুগে ভক্তদিগকে মজাইয়াছ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেমেতে জখম্ হওয়া বড় শক্ত; কিন্তু তাঁরা তাহাতেই জখম্ হইয়াছেন। এত নাকাল কাহার জন্য? সেই প্রেমস্বরূপের জন্য। বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত, হে হরি, যাকে ধরেছ জখম্ করেছ, নাকাল করেছ; তাহাকে প্রেমস্বরূপে ডুবাইয়াছ, তাহাকে পুণ্যের আগুনে পুড়াইয়াছ, নাকাল করিয়াছ। তোমার রূপে, হরি, একটি মনোরঞ্জন ভাব আছে, একটী মোহিনী শক্তি আছে, তাতেই জখম কর। ভক্তগণ উপাসনায় যাইবার সময় আগে বলেন, এই বার

প্রেমের আগুনে পুড়িয়া জখম হইতে যাইতেছি। অমনি তুমি তাঁদের জখম কর। মা, সেই জন্য ইচ্ছ হয়, আমাদেরও ঐ রকম কর। আমাদের বিদ্বান্ হওয়া অপেক্ষা তোমার কাছে নাকাল হইয়া বেহুস হইয়া থাকা ভাল। কেমন করে নাকাল করিবে, কর না? সেই যে তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপটি দেখাও। এই যে সব কত রংয়ের ফুল, এর চেয়ে নাকি তোমার মুখের রং গায়ের রং আরো ভাল। সেই রূপ দেখিয়া ভক্তগণ মোহিত হন। প্রেমেতে পুণ্যেতে গুলে একটা দুধে আল্‌তার রং হয়েছে, সেই রং দেখাও, হরি। সেই রূপ এক বার চক্ষের সমক্ষে ধর, আমরা সেই রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হই। প্রেমানন্দ, সত্যানন্দ, ভক্তেরা যে সেই রূপ দেখে কত আনন্দিত হন, আর কেমন জখম্ হন। নাথ, ভক্তেরা যে যুগে যুগে এই রকম হয়েছিলেন। তাঁরা তোমাতে আনন্দিত হইতেন আর ভেঙ্গে যেতেন, আমরা আস্ত থাকি। সেই যে জখম হয়ে তোমার পা ধরে পড়ে থাকা, তা আমাদের হইতেছে না, হরি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, এক বার সকলে মিলে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে পড়ে যেন জখম হইতে পারি। তোমার ভালবাসাতে বেহুস হইব, হতচৈতন্য হইয়া দিন কাটাইব, মা, এই আশী-র্ব্বাদ কর। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি একমাত্র পরিত্রাতা।

১৫ই জুন, শুক্রবার।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, জীবের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি ইহা যেন কেহ ভুলিয়া না যায়। হে মঙ্গলস্বরূপ, তোমা বিনা পরিত্রাতা কোথাও নাই, পরিত্রাণের উপায় আর নাই, এমন দয়াও আর কোথাও নাই। কি রূপে মানুষ মানুষকে পাপ হইতে বাঁচাইবে এ সংসারে? অন্ধ কি অন্ধের পরিচালক হইবে? তাহলে যে ঠাকুর, দুইজনেই নরকে ডুবিবে। খোঁড়া কি খোঁড়াকে লইয়া যাইতে পারে? তা হলেই পাপে পড়িবে। মানুষের ক্ষমতা নাই। পরিত্রাণের কেবল তুমি উপায়, জীব তরাইতে কেবল তুমি। কেবল যা পার তুমিই পার, অতএব আমরা যেন বিশ্বাস করি, মানুষের একটি পাপ দূর করিতেও আমাদের ক্ষমতা নাই। আমরা কি করিতে পারি তবে? প্রার্থনা করিতে পারি। এইটি, মা, তুমি আমাদের হাতে দিয়েছ। যিনি বেদী হইতে উপদেশ দিতে যান তিনি অকর্ম্মণ্য। যিনি দেশ বিদেশে প্রচার করিতে যান তিনিও কিছু করিতে পারেন না। তাঁহাকে কে প্রচার করে তার ঠিক নাই। উপদেশে কিছুই হয় না। শত সহস্র বার বলিলেও কিছু হয় না। কেবল তোমার করুণাকটাক্ষ জীবকে পরিত্রাণ দিতে আসে। যার

হাড়ের ভিতর পাপ, যে লোভী তাকে কি গেরুয়া দিলেই সে বৈরাগী হইল? সংসারী ব্যক্তিকে কি রাগ ছাড়ান যায়? অবিশ্বাসীকে কি বিশ্বাসী করা যায়? হে ঈশ্বর, হৃদয়ের একটি সামান্য পাপ কেহ তো উৎপাটন করিতে পারিল না। পৃথিবীর পাপ না গেলে তো শান্তি হবে না। তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে হইবে। বোধ হয় আমরা কাঁদি না, কাঁদিলে তো চক্ষের জলে পাপ ধুয়ে যায়। মা, তোমার কাছে যেন জগতের পরিত্রাণের জন্য কাঁদি। নিজে কিছু পারিব না এই বলে যেন হতাশ হয়ে যাই। রিপু প্রবল থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম হবে না। খুব গভীর প্রেমানন্দের ভিতর দিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য, মা, যদি রিপুসব না গেল তবে সাধন ভজন সকলই বৃথা। প্রেমস্বরূপ, মানুষ যদি নীতিতে ভাল না হয় তবে সব মিথ্যা। পৃথিবী যে রাগেতে লোভেতে গেল। কে এমন মানুষ আছে যার একটু অহঙ্কার নাই, হিংসা নাই, রাগ নাই। মা, বই পড়িলেও কিছু হয় না, উপদেশ দিলেও কিছু হয় না, রিপু যে সব কামড়ে ধরে আছে। তবে উপাসনায় আনিলে কেন, হরি, যদি ভেড়ার মত হব না, নির্লোভী হব না? তবে কি তোমার রাজ্যে ঘাস কাটিতে এসেছি? হরি, তবে আমরা কি করিব? ব্যাকুল অন্তরে খুব কাঁদি। অমুক অমুক লোকের অহঙ্কার রাগ বিদ্বেষ যাক, এবলে না কাঁদিলে হবে না। কেহ কাঁদিবে না, মা দয়াময়ী, তবে কি জন্য ধর্ম্ম হইল?

কি জন্য এই সাধন ভজন হইল? মা, তোমার চরণ ধরে এই বলে কাঁদিব—মা, রিপুপরতন্ত্র লোকদের ভাল কর, জগদ্বাসী সব লোকে পাপের আগুনে পুড়ে মরিল। দূর কর এই দলের সকল প্রকার অধর্ম্ম অত্যাচার। দাও পুণ্য আনিয়া দাও। পাপীকে উদ্ধার করিতে পৃথিবীতে আর কে আছে তোমা বিনা? তোমার কৃপা বিনা কেহ জিতেন্দ্রিয় হয় না। হে প্রেমময়ী, পৃথিবীর গতি করিয়া দাও। বাঁচাও সকলকে, হরি, বাঁচাও সকলকে। খুব পূজা দিব, খুব আদর করিব। দোহাই দয়াল, দোহাই দয়াল, এই দলটাকে ভাল কর। এই ছয়টা রিপুকে দূর করে দাও। তোমার শ্রীচরণ বুকে মাথায় কাঁদে ধরিয়া থাকি। এই হলেই তোমার রাজ্য আসিবে। রাগিলেই হইল? পরের মুখ দেখিলে হিংসা করিলেই হইল? সংসারে আসক্ত হইলেই হইল? কেন হবে এ সকল? এ অসম্ভব, এ সকল ভাব থাকিবে না। আমাদের মন পাথরের মত হইবে, লক্ষ টাকা আনিলেও মন টলিবে না। হরি, আমাদের মনের ভিতর দেখিতেছি আমরা সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, রোজগার করিতেছি না তবুও আমাদের এ রকম। তাই দেখিতেছি রিপু ছাড়া বড় শত্রু। দোহাই মঙ্গলময়, দোহাই পতিতপাবন, পৃথিবীর আর কেহ যেন রিপুর বশীভূত না হয়। বালক, বৃদ্ধ, রাজা, প্রজা যে যেখানে আছে, গৃহস্থই হউক আর বড় লোকই হউক, মা, আর যেন

পাপ না করে। রিপুতে কি না করিতে পারে? এই তোমার বিধান আসিল, ঐ ছয়টা রিপু আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দিল। এমন রিপুর প্রাবল্য। মা, এই কয়টা লোককে ডাকিয়া বল আগে তোরা রিপু পরাজয় কর্। বুকের ভিতর রিপু যার, তার নরক সব স্থানে। এই উপাসনায় বসিয়াছি এখানে রিপু। বুকটা ধৌত কর, হরি। অন্ততঃ আপনার লোক গুলা যারা, ইহাদের মন হইতে রিপু দূর করে দাও। তাহা হইলে, নাথ, পাপের দায় হইতে বাঁচা যায়। আমাদের মধ্যে আর রাগ হবে না হিংসা হবে না। মা যখন দেখিলেন যে তাঁর এত ছেলের এখনও রিপু পরাজয় হল না, তখন তিনি তাঁর প্রেমকটাক্ষে কট্‌মট্ করে এক বার তাকাইলেন, আর অমনি আমরা সকলে ভাল হয়ে গেলাম। মা, তোমার কৃপাকটাক্ষে আমাদের মনের রিপুগুলি ভস্ম কর। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণে থেকে ষড়রিপু গুলকে তাড়াইয়া দিতে পারি, এবং তোমার পবিত্র নামের গুণে পাপের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারি। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলপতির প্রত্যাদেশে বিশ্বাস।

১৬ ই জুন, শনিবার।

হে দীনবন্ধু, হে দলপতি, কিসে তোমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে

প্রবল হইবে তাহা শীঘ্র বলিয়া দাও। স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম আসিল ইহা দেখিলাম; কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার হইল না। হৃদয়-বন্ধু, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি এত বড ভার দিলে? লোকে বিশ্বাস করে না, কেহইতো শোনে না। এরা মানে না, তাহার জন্য আমি কেন ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইব? আমি কেন বিধানকে ফেলে দেবো? যুগে যুগে তুমি কি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশা, সোণার পুতুল গৌরাঙ্গ, মুশা, শাক্য ইহাঁরা কি করে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ভাল জীবন দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত। ভাল জীবন দেখিল না, তাই সামান্য লোককে কেহ গ্রাহ্য করে না। হে ঈশ্বর, সমস্ত জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মানুষ দেখিল কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিল না, সকলেই দোষ দেখাইতে যায়। হে ঈশ্বর, এই কথা শুনিতে শুনিতে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। হে দলপতি, এ একটী পরীক্ষা। তবে হৃদয়ে যদি শান্তি থাকে তবেই, নতুবা তুমি যদি বল "তোর্ সব ভাণ, এ সকলতো আমার কথা নয়;" যদি, হরি, তুমি এই বলে অবিশ্বাস কর তবে স্বর্গেও লাঞ্ছনা পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা। স্বর্গ ছাড়িল, বন্ধু বান্ধবও ছাড়িলেন, পৃথিবীও ছাড়িল। হে জগদীশ্বর, এই কষ্ট এই দুঃখ তোমার সাধকদের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ কষ্ট। কাহারও ভাল লাগে না আমাকে, কাহার এ মত ধরিতে

ইচ্ছা করে না, এ বড় শক্ত, এ করিলে সংসার সাধন যায়। কাহারও ভাল লাগে না, কেমন সকলের অপছন্দ হইলাম। যদি হিন্দুসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, তাহলে ব্রাহ্ম-সমাজের কাছে অপ্রিয় হইতাম; যদি ব্রাহ্মসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম, প্রচারকদের কাছে অপ্রিয় হইতাম; ক্রমে সকলের কাছেই অপছন্দ হইলাম। দীনবন্ধু, দেখ একে একে সব যাইতেছে। ছোট লোকের মত কেহ হইতে চায় না। আমি চাই সকলে ঝাঁট দিবে। আমি চাই প্রচারকদের জীবন সন্ন্যাসীদের মত হয়। তাঁরা আমাকে গালাগালি দেন। আমি যাহা দিতেছি এঁরা লইতে হয় লউন, আমি চলিয়া যাইব। ইঁহারা আমার কথা মানেন না সুতরাং, পিতা, এ সকল লোককে আমি চিনেছি, বুঝেছি। দয়া-ময় পিতা, আমি যা চাই এঁরা তা চান না। এঁরা বলেন ক্ষমার পথ অতি নীচ, জঘন্য। লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ না করা কাপুরুষের কাজ, তাহা না হইলে সংসার চলিবে না। এই সকলের জন্য আগুনে পুড়িতে হইবে। আজ নয় হরি, পঁচিশ বৎসর এই কথা শুনিতেছি। আরো যদি বাঁচি আরো এঁদের অপ্রিয় হইব। না তপস্যার দিকে মন আছে, না আগুন খাবার দিকে মন আছে, না নীচ হয়ে ব্রহ্মের ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার দিকে মন আছে। সকলের ধোপ কাপড়। আমি অভদ্র হইলাম, নীচ হইলাম, দুর্ব্বল দলপতি নাম পাইলাম। এই রকম

করিয়া কোন স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। যারা আগে দলকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত না, তাহারা এখন সুখী করিতে চেষ্টা করে। হরি, আমি যাহাদের এত করিলাম তাহারা বলে এ সকল ঠিক নয়, মনগড়া, আমি নিজে বলি। লোকে যখন তর্ক করিতে আসে, জানে না তোমাকে তাহারা মারিতে আসে। আমি যাহা বলি সমুদয় তোমার কথা। এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না। পৃথিবীর গতি কি করে হবে বলিয়া দিতে পার? যদি পথ বদলাইয়া লইতে হয় তো লই। মা, সকলে একবাক্য হয়ে যদি বলে যে এ যা বলিতেছে সকল ঠিক তা হলেই হয়। আমার কথা যে অন্যায় বলে তাহার যে ভয়ানক শাস্তি। আমার কথাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। তাহা হইলে গরিবদের কি করিয়া তোমার কাছে আনিব। মা, হাতে বল দাও, বুকে বল দাও, তোমার রাজ্য বিস্তার করি। মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের নিজের মত আর না খাটাই, এই সময়ে যে কোথা হইতে আদেশ আসিতেছে এই দেখিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগপ্রধান ভারত।

১৭ ই জুন, রবিবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে যোগেশ্বর, যিনি যথার্থ হিন্দু তিনি স্বভাবতঃ যোগী। যাঁহার ভিতরে যথার্থ আর্য্যরক্ত আছে, তাহার ভিতরে যোগরক্ত আছে। যে যোগী নয় সে হিন্দু নয়। এ দেশ যথার্থ যোগীর দেশ, হিমালয় পুণ্যালয়, যোগালয়। আমাদের আর কি আছে? ভগবান্, এই মাতৃভুমি লইয়া আমরা গৌরব করি। কিন্তু মন্দ সময়ে আর্য্যের কি আছে? টাকা আছে, না কড়ি আছে, না হাতী আছে, না বাড়ী আছে, না কি আছে? কেবল যোগ আছে। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ, আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণ, আমাদের কি দিয়াছেন? যোগধন। তাঁহারা যাইবার আগে বলিয়া গিয়াছেন; "বৎসগণ! এই চন্দ্রসূর্য্য রহিল, এই যোগধন রাখিয়া গেলাম, এই যোগ অন্ন দিয়া গেলাম, খাইও, বিতরণ করিও" এই বলিয়া তাঁরা অন্তর্ধান হইলেন। পিতা যেমন পুত্রকে ধন দিয়া যান তাঁরাও তেমনি আমাদের যোগধন দিয়াছেন। হিমালয় কত বড় যোগের স্থান। এ দেশের সমুদয়, গিরিরাজ, যোগেতে ব্যস্ত, এখানকার বৃক্ষ সমুদয় যোগ করিতেছে। এদেশের লোক কি দুঃখী? আমাদের পিতা পিতামহ যে ধন রাখিয়া গিয়াছেন কত লোক আসিবে, যোগধন খাইবে, তবুও ফুরাইবে না। এদেশের লোক

যদি সংসার সংসার করে, টাকা টাকা করে, তাহা হইলে এদেশের কলঙ্ক হইল। তাঁহারা কোথায়? আসিয়া দেখুন আর্য্যের মাথার মুকুট পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা যোগেতে হাসিতেন, ইহারা এখন সংসার সংসার করিয়া কাঁদিতেছে। একি সামান্য দেশ যে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিবে? চিরস্মরণীয় মহর্ষিগণ, যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে মন পবিত্র হয়, তাঁহারা কোথায়? তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা আজ সংসারের কাল কীট হইয়া বেড়াইতেছি? ধিক্ মন! এত বড় বংশের সন্তান হইয়া তুমি কাঁদিতেছ! আজ যদি তুমি যোগ করিতে হিমালয় কত তোমাকে যোগের টাকা দিত; তোমার দুঃখ দেখিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। হে পাপীর গতি, এ অধম সন্তানদের উদ্ধার করিবে কে? আমরা এক সময় কত বড় ছিলাম, যোগী ছিলাম, আমাদের বেদ বেদান্ত সকল এখন দেশদেশান্তরে বিলাতে প্রচারিত হইতেছে। "যোগ, যোগ" আবার এই কথা ভারতের এ সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হউক। হাঃ হিন্দু সন্তান, মাথার মুকুট পদতলে ফেলিয়া দিয়াছ। লও মুকুট, আবার মাথায় তুলিয়া রাখ, আবার হিমালয়ের উপর আসিয়া বস। হে দীনবন্ধু, আমরা কাঁদি, বিদ্বান্ যিনি, তাঁর যোগ নাই, পঞ্জাবে যোগ নাই, মহারাষ্ট্রীয়দের যোগ নাই। ভারতের যোগ কে লইল? আমাদের বক্ষের ধন

কে হরণ করিল? হে যোগেশ্বর, কেবল যোগ দাও, আর কিছু চাই না। যোগে বসে কেবল আনন্দ সম্ভোগ করিব, আনন্দনীরে ভাসিব, আনন্দরস পান করিব। দেখ, হে ভগবান্, এখন ভারত মরিয়াছে। তবুও যদি এক জন যোগী পর্ব্বতে বসিয়া যোগ করিতেছেন দেখে তাহা হইলে ভারতের লোক বলিবে, আহা কেমন যোগী ধ্যান করিতেছেন! তাহা হইলে ভারত আবার যোগ বলে বাঁচিয়া উঠিবে। মা, তুমি আবার বল, পুত্রকে দেখা দিয়াছি, আমি যে দয়াময়ী, আমি দেখা দিব না? এই কথা বল, মা, আবার। হে বন্ধুগণ, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণের বন্ধুকে যোগে দেখি এবং কেবল বলি যোগ, যোগ! হে নব্য যুবকগণ, এই বেলা হইতে যোগ কর। আমরা এই বেলা হইতে যোগ করি তাহলে বৃদ্ধ হইলে যোগ পরিপক্ক হইবে। হিমালয়, বল কোথায় যোগীরা বসিতেন, কোথায় যোগের স্বর্ণ পাওয়া যায়? এই হিমালয়ে যোগের অমৃত কোন্ মানসসরোবরে গেলে পাওয়া যায়? প্রেমময়, আবার যোগের ধর্ম্ম খোল। হে কৃপাসিন্ধু, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আবার যোগের রাজ্য দেখিতে পারি। তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া মনের ভিতর সেই যোগরাজ্যে গিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলে মিলিয়া যোগানন্দ সম্ভোগ করিব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিভক্তি ডোরে বাঁধা।

১৮ই জুন, সোমবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে ভক্তবৎসল, আকাশে বেদ বেদান্ত তোমাকে পাইল না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে ভক্তেরা তোমাকে পাইলেন। তুমি কৃপাসিন্ধু, তোমাকে আবার ধরিবে কে? তুমি আপনি ধরা দিবে। ভক্তের বাড়ীতে তুমি বাঁধা, চিরবন্দী, নিত্য সেবকের মত বাঁধা আছ। এমন করে ধরা দিয়াছ যে তোমাকে একেবারে ভক্তেরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তুমি দড়াদড়ি পছন্দ কর, যেখানে দড়ি নাই তাহা তোমার পছন্দ নয়। সন্তান যখন তোমাকে বাঁধে তুমি চুপ করিয়া হাস, ভক্তেরা তোমার হাসি দেখিয়া বুঝিতে পারেন, তুমি বলিতেছ আরো বাঁধ্, তাঁরা দড়ির উপরে দড়ি দিয়া বাঁধেন। চিরকালের জন্য বন্দী হইয়া ভক্তের বাড়ীতে বসে থাক। আর ভক্ত যত লোককে আনিয়া তোমাকে দেখান, সকলেই আশ্চর্য্য হয়; যেন কি দোষ করিয়াছ এই রকম করিয়া তুমি বাঁধা থাক। এমনি করিয়া গৌরাঙ্গ তোমায় বেঁধেছিলেন, এমনি করিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদ তোমাকে প্রেম ডোরে বাঁধিয়াছিলেন। মা, তুমি আপনি ধরা দাও, বল কেন আল্‌গা করে বাঁধছিস্, খুব জোরে বাঁধ্। তোমার ইচ্ছা যে আর ছাড়াছাড়ি না হয়। কত ব্রাহ্ম তোমাকে বাঁধে না। বলে বাঁধিব

কেন? যখন দরকার হইবে তখন ডাকিব। ওরা আনন্দ-ময়ীর ভাবলীলা বুঝিতে পারে নাই। আর যাঁরা তোমার আসল ভক্ত, তাঁহারা আগে পয়সা লইয়া বাজারে প্রেমের দড়ি কিনিতে যান, তখন তুমি দেখিয়া কত হাস। যখন ভক্ত তোমাকে বাঁধিলেন তখন তুমি হাসিতে হাসিতে প্রেমের উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠ। মা, এ পরিবারে কি তুমি ঠিক মার মত বাঁধা আছ? ছেলে বুড়ো এবাড়ীর সকলে কি বলে, দাঁড়া না, আগে মাকে বাঁধি? তাহা হইলে মা, তুমি আমাদের। ঐ তুমি দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসি-তেছ, ঐ ভাবে তোমাকে ভাল বাসিব; আর তোমার পূজা করিব। মা তোমার পায়ে বেড়ী দি, হৃদয়ের জেলখানায় সোণার বেড়ী দিয়া বন্দী করে রেখে দি। থাক মা, বন্দী হয়ে পাপীর ঘরে। মা, তোমার হাত পা আমাদের দলের সঙ্গে বেশ করে বেঁধে রেখে দিই। মা দয়াময়ী, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, ঐ চরণে পড়িয়া থাকিব আর হৃদয়ে তোমাকে প্রেমের ডোরে চির দিন বন্দী করিয়া রাখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসের পরাক্রম।

১৯এ জুন, মঙ্গলবার।

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের রাজা, তোমার নিদ্রিত লোকদিগকে কৃপা করিয়া জাগ্রৎ কর। অল্প বিশ্বাসীরাই কি কেবল পৃথিবীতে কাজ করিবে, আর হাত দুলাইয়া বেড়াইবে, আর তোমার ভক্তবৃন্দ কি কাল নিদ্রায় অচেতন থাকিবেন? এত সকালে নিদ্রা আসিল, দিনের বেলায় ঘুম আসিয়া চক্ষুকে জড়িত করিল। এখনও কত পরিশ্রম করিব, কত লিখিব। ভাই বন্ধু সকল কার্য্য শেষ হইল বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। এখন তো পরীক্ষার সময়, এখন তো পবিত্রাত্মার আগুন ছুটিতেছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ কাহারো তো এখন নিদ্রার সময় হয় নাই। পিতা, এ বিষম বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার কর। ঠাকুর, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শত্রুদল তোমার বিজয়নিশান উড়াইল, জয়পতাকা উড়াইল। ঈশ্বর, ইহা তো আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সয়তান আপনার কীর্ত্তি স্থাপন করিল। কত লোক মরিবে, কত লোক মরিল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, দেখিয়া তো আমাদের জ্ঞান হইল না। যখন সৈন্যদল পরলোকে গেলেন তখন সয়তান সুযোগ পাইয়া আপনার রাজ্য আনিল। কিন্তু আমরা বাঁচিয়া থাকিতে, তোমার প্রেরিতগণ বাঁচিয়া

থাকিতে, সয়তান আসিল; সিংহের পূর্ণ পরাক্রম থাকিতে থাকিতে শৃগাল কি আসিতে পারে? এখনও পর্য্যন্ত আমরা প্রবলতর হইতেছি না, পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি, আরো সয়তান আসিতেছে। আমরা কি না অহঙ্কার করিয়াছি তাহার শাস্তি,—এরা দল মানিল না, অবাধ্য হইল। এমন সময়ে কি কর্ত্তব্য? যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। সব মিথ্যা, যাহারা আক্রমণ করিল তাহারা সোলার মত, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। যারা শুয়ে আছে খড়্‌কের মত। ঠাকুর, এই সময়ে যদি আমাদের বল বিক্রম দাও, আমরা যদি শত্রুকে পরাজয় করিবই বলিয়া রণে যাই আর তুমি আমাদের সহায় হও, তাহা হইলে সব ওদের সোলার মানুষকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দি। ওরা আগুন বান ছাড়ুক আর আমরা বরুণ বান ছাড়িয়া সব নিবাইয়া দি। মা, আমাদের অস্ত্র শিক্ষা দাও। মা, আমরা তোমার প্রসাদে সকল রণে জয়লাভ করিয়াছি। কেবল এইবারে সিংহকে শৃগাল আসিয়া ধরিয়াছে। আমরা ইন্দ্রজিৎ সকল রণ জয় করিব। এবারে আমাদের শিবিরে কি হইয়াছে? ঠাকুর, বল, ক্ষত্রিয় বংশের রণে পরাজয়? ক্ষত্রিয়ের পরাস্ত জীবনে অসহ্য! তাহাই হউক। আমরা কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসরাজ্য স্থাপন করিব। মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন। আমরা সকলে এই কথা উৎসাহের সহিত বলিয়া রণে যাইব। ক্ষত্রিয়ের বংশ কখন চাঁড়ালের হইতে দিব

না, এই মন্ত্র সাধন করিয়া তোমার শান্তিরাজ্য স্থাপন করিব। সকলে প্রবল পরাক্রমে উৎসাহী হইব, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরকৃতজ্ঞতা।

২০ এ জুন, বুধবার।

হে দীনসহায়, হে প্রতিদিনের বন্ধু, যে দূরে তোমাকে খুজিতে যায় সে আপনাকে আপনি ঠকায়। ঘরের ভিতরে যাহা রাখিয়াছ তাহাই দেখি, প্রতিদিন যে করুণা দেখাইতেছ তাহাই ভাল করিয়া স্মরণ করি। তাহা হইলে আর দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে না। বিশেষতঃ আমাদের মত যে, যাহাদের ঘরে হরি ছড়াছড়ি, তাহাদের কি বিদেশে যাইতে আছে। তুমি সকলই দিতেছ ঘরের ভিতর, তবে কেন ঘর তীর্থ স্থান হয় না? গৃহস্থ ঘরে ঘরে ঢুকিয়া কেন মনে করে না যে তীর্থ স্থানে আসিলাম, দেবালয়ে আসিলাম? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ছোট ছোট করুণা কত দিতেছ। যেন চিদাকাশ হইতে রাশি রাশি শিল পড়িতেছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছেন। ঠাকুর, তোমার বড় দান কত আছে। মা, তুমি যদি একখানি ছোট চাদর দাও, গৃহস্থের মন

উঠে না, যদি একটি পয়সা দাও তাহা হইলে তাহার মন উঠিবে না, যদি লক্ষ টাকা দাও তবেই তাহার মন সন্তুষ্ট হয়। বৃন্দাবনে গিয়া যদি গাছে অনেক আঁব দেখে তার আহ্লাদ হয়। কিন্তু মা, তুমি যদি ঘরের ভিতর লক্ষ আঁব দাও গৃহস্থের মন উঠিবে না। আমরা কি এতই অহঙ্কারী হইয়াছি, এতই পাষণ্ড হইয়াছি? আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য রোজ রোজ তোমার কত ছোট ছোট করুণা দেখিতেছি। তৃষ্ণার সময় জল পাইলাম, একটি ছোট বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া কত আরাম পাইলাম, তবু তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম না? ঈশ্বর, আমাদের মতন লোক বড় অকৃতজ্ঞ। এমন মা কোথায় পাব যাঁর ক্রোড়ে অষ্ট প্রহর বসিয়া আছি। এমন দাতা কোথায় পাব যিনি চব্বিশ ঘণ্টা শিলাবৃষ্টির মতন দান নিক্ষেপ করিতেছেন, অন্ন বস্ত্র টাকা কড়ি দিতেছেন। হরি, যে তোমার এই সব ছোট ছোট দানকে গ্রাহ্য করে না সে অবিশ্বাসী। তোমার চরণ ধোয়া এক ফোঁটা জল ভক্তেরা সুধা বলে পান করেন, একটি পয়সাকে লক্ষ টাকা মনে করেন। এই রকম, হরি, আমাদের কর নতুবা তোমার ভক্তদল তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার দানের প্রতি যে অকৃতজ্ঞ হয় সে পাপে পুড়ে মরিবে। আমরা বড় বড় আচার্য্য যোগী প্রেরিত, আমাদের এ সকল মনে লাগে না। বিনা কড়িতে পাইতেছি বলে দেখ, নাথ, কত তাচ্ছল্য। রোজ রোজ পাপীর ঘরে

আসিতেছ বলিয়া এখন আর একখানা আসনও পাও না। রোজ রোজ মুটে মজুরের মত খাটিতেছ বলিয়া কেউ গ্রাহ্যও করে না। এ বিষম পাপ হইতে মুক্ত কর, পিতা। প্রতি দিন যে সব দান কবিতেছ তাহা তোমাকে প্রণাম করিয়া গ্রহণ করিব। যে অন্ন বস্ত্রের জন্য কৃতজ্ঞ হয় না সে চতুষ্পদের পরিত্রাণ কোথায়, ঠাকুর? তোমার প্রেমদৃষ্টি ঝুপঝাপ করিয়া পড়িতেছে, আর থামে না। এই পরিবারে তোমার প্রেম দিন রাত পড়িতেছে। ইহাতে থাকিয়া যেন পরিত্রাণ পাই, ঠাকুর, ইহা দেখিয়া যেন বৈকুণ্ঠ লাভ করি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের বাড়ীতে তোমার দয়া দিন রাত পড়িতেছে ইহা দেখিয়া যেন অন্তরের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা তোমাকে দিই, তোমার চরণে থাকিয়া যা কিছু আমাদের দিতেছ একটি ধূলি রেণুকেও স্বর্ণরেণু মনে করিয়া তোমার দান গ্রহণ করিব। [না]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের শত্রু।

২১ এ জুন, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে অনন্তক্ষমা, যদি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া যাই, তোমার লোক হই, তোমারি হই, তাহা হইলে আমার নিজের আর তো শত্রু মিত্র থাকে না।

আর তুমি যদি আমাদের সর্ব্বস্ব হও তাহা হইলে তোমার মিত্রই আমাদের মিত্র হয়। নাথ, যদি প্রাণ তোমাকে ভাল বাসে তাহা হইলে যারা তোমাকে ভাল বাসে না তোমার শত্রু হয় তাদের দেখিলে আমাদের দুঃখ হইবে। আর যাহারা তোমাকে ভাল বাসে তাহাদের দেখিলে আমাদের প্রাণ আনন্দিত হইবে। তোমার বন্ধু কি আমাদের বন্ধু নয়? হরি, সম্পূর্ণরূপে নিস্ব হইয়া আমাদের আমিত্ব বিনাশ করিয়া যেন তোমারি হইতে পারি। অনেক শত্রু আছে, হে নাথ; এই পৃথিবীতে যদি তাদের সঙ্গে এই মিত্র-দের সমান করি তাহলে এদের অমিত্র হইতে হইল। মা, তুমি যদি বল, এই আমার মিত্র, ইহাদের ভাল বাসিবে আদর করিবে, মা, আমরা অমনি তাঁদের লইয়া আসিয়া তাঁদের আতিথ্য করিব। আমার হৃদয়বন্ধুর বন্ধুকে পাইয়া কত আদর করিব। যাই দেখিব তোমার প্রিয় ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ, শাক্যকে, অমনি বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁদের লইয়া আসিব। তুমি বলিতেছ, ওঁরা আমার সখা, ইহাঁদের ভালবেসো। হে ঈশ্বর, তোমার বন্ধু ছাড়া আমরা তো আর কাহাকেও বন্ধু বলিতে পারি না। আনন্দময়ী, তোমাকে যাঁরা ভাল বাসেন আমরা তাঁহাদের গলায় বন্ধুর মালা দিব। আর তোমার যারা শত্রু, তোমার নববিধানের যারা শত্রু তারা যদি সয়তানের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে আমাদেরও শত্রু তাহারা।

তোমার শত্রু, যারা তোমাকে গালাগালি দেয়, তাদের কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিব। তোমাকে যারা গালাগালি দেয়, প্রাণের হরি, তাদের সঙ্গে আর মিত্রতা রাখিব না। আর আমাদের শত্রু কে? যে আমাদের মাকে গালাগালি দেয়। তারা আব কিসের শত্রু? মা, তোমার সোণার অঙ্গে যারা লাঠি মারে তারাই আমাদের যথার্থ শত্রু। মা, যারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যারা ভাবিতেছে নববিধানকে লাথি মেরে ফেলে দেবে, তাদের কি হবে? দয়াময়ী, আমরা তোমাকে ভালবাসি, তোমার শত্রুর সঙ্গে আমরা বন্ধুতা রাখিব না। তোমার নাম রাখিব বলিয়া তাদের ডোবাব। যখন সয়তান খানিকটা রাজ্য করিতেছে, তুমি খানিকটা রাজ্য করিতেছ তখন তো আহ্লাদ হইবে না। কিন্তু যখন দেখিব সব তোমার রাজ্য, তখন খুব আহ্লাদ হইবে। যখন দেখিব দলে দলে তোমার লোক নববিধানের নিশান লইয়া বেড়াইতেছে তখন যথার্থ আমাদের সুদিন হইবে। মা, আর যেন তোমার শত্রু না থাকে। সমুদয় ভক্ত দল আসুন, আর তোমার রাজ্য পৃথিবীতে আসুক। আমরা যদি দেখি তোমার সব টাকা কড়ি ভক্তদের শত্রু লইয়া যাইতেছে আর আমরা বসিয়া আছি তা হলে হইবে না। আগে আমরা শত্রুগণকে তাড়াইয়া দি আর নিষ্কণ্টক হই। তোমার শত্রুগণকে দূর করিয়া দিয়া তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ ধ্যান করিয়া নিষ্কণ্টকে থাকিতে পারি, মা, আমা-

দের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার শত্রুদের তাড়াইয়া তোমার বন্ধুদের সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া এই পৃথিবীতে পুণ্যরাজ্য, শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের বল।

২২এ জুন, শুক্রবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে পাপীর পরিত্রাতা, সকল বিধানেই দেখা গেল যে খুব বল, সিংহের আস্ফালন, দলপতির প্রাধান্য, দুর্জ্জয় সাহসপূর্ণ বিশ্বাস। এ বার কেন বলহীন তোমার বিধান, এ বার জাগ্রৎ সিংহ কেন নিদ্রিত? যদি বল থাকে তবে কেন তাহা অপ্রকাশিত? হে দীননাথ, এবারকার শাস্ত্র কেন দুর্ব্বল? লোকের কাছে সংহিতা যায়, তাহারা পড়ে, পড়িয়া ফেলিয়া রাখে। বজ্রধ্বনিতে কেন সংহিতা যায় না? কারণ কি, হেতু কি বলিয়া দাও। এই তো স্বর্গের বিধান আসিল যাহা যুগে যুগে আসিত। সেবারও পরিত্রাণ এবারও পরিত্রাণ; কিন্তু এবারে এ রকম কেন? প্রেমস্বরূপ, এবার প্রেম আসিল, ভক্তি আসিল, বল আসিল না কেন? উৎসাহের সহিত আমরা লম্ফ ঝম্ফ করি না কেন? মহর্ষি ঈশার ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি দল যেন সিংহের দল, মহম্মদের কথা যেন আগুন। হরি,

সে সব কোথায় গেল বলিতে গেলে দুঃখ হয়। ঢাকেতে শব্দ হইতেছে বটে, কিন্তু খুব জল পড়িয়া ভিজে ঢাকে কাটি পড়িলে যেমন ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে তেমনি। হরি, সে রকম জলন্ত আগুন তখন জ্বলিতেছিল, এখন সে রকম আর নাই। লোকে বইও পড়ে, উপদেশও শোনে, হাইও তোলে, ঘুমিয়েও পড়ে। পিতা, বর্ত্তমান বিধান তোমার নিদ্রিত নিস্তেজ লোকদের হাতে পড়িয়া মারা গেল। হে হরি, তোমার বিধানের এত অপমান, তোমার আদেশ লোকে মানিবে না? তোমার আগুনের মত আদেশের উপর জল ঢেলে দিলে? তুমি তো নির্জীব নও, তোমার আদেশ তো নির্জীব নয়। তোমার এক একটী কথা জলন্ত আগুনের মত আসে। প্রিয় পিতা, তোমার মানুষদের জাগাও, তোমার দলের লোকদের চুল ধরে উঠাও। এখনকার লোকের মধ্যে আর সে রকম নাই এক একটা সংহিতার কথা জলন্ত আগুনের মত। মা, নববিধানের লোকদের ঘুম হইতে উঠাও। দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন এ সময়ে আর না ঘুমাই। আগে যেমন ব্রহ্মবাণী আসিত আমরাও তেমনি সেই বাণী শুনিব। ব্রহ্মবাণী রোজ শুনিতেছি আর কাঁপিতেছি ও সতেজ হইতেছি, মা, আমাদের এই রকম কর। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উজ্জ্বলতর দর্শন।

২৩এ জুন, শনিবার।

হে বিনীতবৎসল, হে ভক্তসখা, এ দর্শনে হৃদয়ের সাধ মিটিল না। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মধুরতর দর্শন যদি দাও তবেই বাঁচিব। দিবে না কেন, দিতে পার না কেন, ইহাই বা কে বলিবে? যুগে যুগে ভক্তগণে ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক উজ্জ্বল আবির্ভাব দেখাইয়াছ। তবে, হে ঈশ্বর, আমাকে দিবে না, দিতে পার না, ইহা বলিব না; দিতেই হইবে, না দিলে পাপ যাইবে না। ঋষি-দিগের মত বৈকুণ্ঠধাম এখনতো হয় নাই। কবে হবে ঋষিদিগের সঙ্গে বাস? যবে দেখা দিবে। এক বার দেখিতে চাই ভাল করিয়া। কবে আশা হবে পূরণ? হবে যে দিন দরশন। আমি সেই আশায় বসিয়া আছি, পর্ব্বত, ফল, ফুল, নদ, নদী সবতাতে আমি তোমাকে দেখিব। যেমন বাক্সের ডালা খুলে যায়, পিতা, যেমন ঝনাৎ করে দরজা খুলে যায়, তেমনি সব খুলে যাবে, নয়নের পুতুল, হৃদয়ের পুতুলকে দেখিব। এই যাবতীয় বস্তু আছে, পৃথিবীতে এই সমুদয়ের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিব। সেই যে দেখা ঋষিদের দেখা, তখনই হিমালয়ে আসা সফল হইবে। তোমার নাম গান করিতে থাকিব। হিমালয় আমার সঙ্গে গম্ভীর ভাবে যোগ দিবে, সকলে মিলে আমরা

তোমার নাম গান করিব আর তোমাকে দেখিব। আর দেখাতে এমনি হবে, প্রেমময়, তোমাকে দেখ্‌ছি২ আর তোমার রূপে ডুবে যাচ্চি। কত লোক তোমাকে অমনি দেখ্‌চে, আমরাও তেমনি মাকে দেখ্‌চি, কিন্তু মার মত হচ্চিনি। জলের ভিতর ডুব্‌তেছি, ঠাণ্ডা হচ্চিনি, আগুনের ভিতর ডুবিতেছি, তেজ পাচ্চিনি ; একি কাজের কথা ? মা দেবী, সুখ দিতেছ তা মানি, খুব মাতিয়েছ তা মানি। কিন্তু যে দিকে তাকাইব অমনি পাহাড়ের উপর ধক্‌২ করিতেছ, সব তাতে তোমাকে দেখিব। একটি সরিষা হাতে লইব, অমনি ডালাটি উঠিয়া গেল আর তোমাকে দেখিলাম। পাহাড়ের উপর ব্রহ্মজ্যোতি, সরিষার ভিতর আনন্দময়ী। হরি, আমার নয়নতারা, এমনি করে দেখিতে২ সব পাপ রিপু চলে যাবে। আর এমনি হবে, যেখানে থাকি না কেন, মা আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা হইতেছে। এখনও সে রকম দেখা হয় নাই। মা, দয়া করে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর যেন যেখানে থাকি সব স্থানে তোমাকে দেখি। ব্রহ্মজ্যোতি সকল বস্তুতে দেখিব কেবল মা মা করিয়া দিন২ শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঋষিভাব।

২৪ এ জুন, রবিবার।

[যক্ষ পর্ব্বতে।]

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্॥”

হে প্রেমস্বরূপ, হে ধর্ম্মরাজ, পর্ব্বতে আসিলে শরীর তোমার নিকটবর্ত্তী হয়। এ মিথ্যা কথা নয় কেন? এই যে পবিত্র জায়গায় বসিয়াছি, ইহার নিম্নে তাকাইলেও দেশ দেখা যায় না। সেই কোলাহলপূর্ণ নগর কোথায় রহিল, চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, স্বর্গের ধ্যান স্বর্গের তপস্যা এই সমুদয় গিরিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য বলি, দেব, মন তোমার অতি নিকটে। তুমি সর্ব্বদা তোমার দাসকে নিকটে পাও না তাই স্বর্গের ফাঁদ পাতিয়াছ, তোমার যোগের ফাঁদ। হিমালয়ে সত্যের জাল পাতিয়া বসিয়া আছ, জীব মীনকে ধরিবে বলিয়া বসিয়া আছ; কিন্তু জীবতো আসে না। তাই বলি আর তোমার ফাঁদকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দিও না। এত কাছে আসিয়া আবার যদি ছাড়িয়া যাইতে হয় তবে তোমার ভক্তের কি আর উচ্চ আশা পূর্ণ-

হইবে। চণ্ডাল হইতে হইবে। হে প্রেমময়, চণ্ডাল জীবন হইতে উদ্ধার কর। পাখী হইয়াছি যদি, জালে পড়ি। এই সকল কারাগারে তোমার যোগী ঋষিগণ পড়েছিলেন। যত যোগী ঋষি এখানে বন্দী। তোমার যত বড়২ যোগী ঋষিরা সংসার ছাড়িয়া যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তুমি তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিলে। মন! যেখানে বড়২ যোগী যোগ চক্রে পড়িয়াছিলেন তুমি সেখান হইতে পালাইতে চাও? এখান হইতে কখন পালাইতে পার না; ইহার চারি দিকে কারাগার। প্রেমময়. এখানে যে যে আসে সে নাকি তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়ে। আমাদের যত ঋষিরা এসে বলিতেছেন, "ভাই আমরাও সংসার ছাড়িয়া এখানে এসেছিলাম, ভাবিয়াছিলাম খাওয়া দাওয়া করিয়া চলিয়া যাইব কিন্তু তা হল না। প্রেমময়ের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া আর পালাইতে পারিলাম না, একেবারে যোগের চক্রে পড়িয়াছি। তবে দাও ভাই, হাত দুইটি বাঁধি।" ভাই, আমাদের হাত ধরেছ কেন? ছাড় না, আমাদের যে বাড়ী আছে. স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, টাকা কড়ি আছে, সংসার কে ভাবিবে? ভাই, আমরা বেড়াইতে এসেছি যে, আমরা এখানে খাব, খেয়ে দেয়ে চলে যাব। তোমরা ঋষি যোগী বন্দী হয়েছ বলে আমরাও বুঝি বন্দী হব? জোর কর কেন? ছাড় না, কে তোমাদের রাজা? এখানকার রাজা কে? হরি, অন্যায় দেখ এক বার। আমরাতো

তোমার পূজা করি যোগ সাধন করি বাড়ীতে। এঁরা কে? এ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষগুল কে? কয়েদী, এঁদের হাতে যে প্রেমের হাতকড়ি। এঁরা কে গা? তুমি যে আবার এঁদের সঙ্গে যোগ দিলে। ভগবান রক্ষা কর, বাড়ী ফিরে যেতে দাও। যদি মারা যাই খবর দিবে না। ধরে নিয়ে যায় যে গো, কেন ধরে নিলে? টান কেন? মার কেন? ঐ যে জেলখানায় ধরে নিয়ে গেল। প্রাণেশ্বব, এই বেলা ছেড়ে দিতে বল পালিয়ে যাই। হে প্রেমময়, আমাদের হাতে যে কি দিচ্চে, পা যে গেল। হাত বেঁধেছিস্। মেরেছিস আর, পা বাঁধিস্ নি। এতেও প্রাণেশ্বর, তোমার মন উঠিল না। উচ্ছিষ্ট প্রেম তুমি লও না। ওরা আবার হাস্‌ছে যে, ওদের দল বাড়িল বলে। জ্বালাতন করে তুষ্ট হও নাই? আবার ঘোরাচ্চে, আবার যে গো ঘোরাচ্চে?

কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম! ঋষি ভাই কোটি কোটি নমস্কার তোমাদের পায়ে তোমরা বন্দী করেছ সেই জন্য। চির দিন এইখানে বন্দী হয়ে থাকি। কি চমৎকার দৃশ্য!, এখানে একটা আশ্রম, ওখানে আশ্রম, আশ্রম মায়ের জেলখানা। এমনি করে আনন্দময়ী সমস্ত ভারতবর্ষকে বন্দী কর। চিরকাল তোমারি হয়ে থাকিব, নরনারী সকলকে তুমি খুব আশীর্ব্বাদ কর। এক বার তুমি সেই প্রাচীন কালের ঋষিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে এই-খানে আমাদের রেখে দাও। ঋষি আমাদের চিরকালের

বন্ধু, হিমালয় আমাদের যোগের স্থান হউক, কেবল ঋষিদের কাছেই থাকি। এ চমৎকার এক নূতন রাজ্য। এইখানে আমাদের চিরকাল বন্দী করে রাখ। যদি আজ এই কয় জনকে আনিলে তবে যেন চিরকাল এই ঋষিদের কাছে থাকিতে পারি, মা, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। এই হিমালয় আমাদের যোগের স্থান হইল আমরা চিরকাল তোমার শ্রীচরণে পড়ে ঋষিজীবন লাভ করে শুদ্ধ হইব। [সাঁ]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরির শুদ্ধতা।

২৫এ জুন, সোমবার।

হে দয়াবান্, হে ভক্তের হরি, আমরা কেবল বাহিরে শুদ্ধ হইতে তো চাই না, আমরা চিত্তশুদ্ধি দেখিতে চাই। আমরা চাই যে অন্তরের অন্তরে একটিও পাপ হইবে না। কিন্তু আমাদের কুবুদ্ধি, আমাদের পাপ আমরা বুঝিতে পারি না। তুমি অন্তর্যামী, তুমি যদি পাপ দেখাইয়া না দাও তাহলে মানুষ যে পাপ দেখিতে পায় না। ভাল হইবে কিরূপে মানুষের জীবন, যদি পাপ কুচিন্তা মানুষের জীবনকে না ছাড়ে। যারা পাপ করে, বন্ধু বান্ধব তাদের বলে দিতে এলেও বিরক্ত হয়। পিতা, যদি তোমার পুণ্যজলে একবার গা ধুয়ে দাও তবেই ভাল

হই। ভাল হইল এরা ভাব্‌ছে। আমি বেশ সাধু হয়েছি,—এই বলে বসে থাকে। তবে কি করে তারা ভাল হইবে? যদি একটু শীঘ্র করে ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে "তোরা এখনও অনেক বড় বড় পাপের দাস হয়ে আছিস্" তবে আমরা সতর্ক হইতে পারি। আমাদের মাথার চুল যত পাপ তত। অবিশ্বাস, অহঙ্কার, ব্যভিচার সমুদয় মনের ভিতর পোকার মত বিজ্ বিজ্ করিতেছে। সমুদ্রধারের বালী যেমন আমাদের পাপ তেমনি। তোমারত খাতায় যে কত পাপের দাগ আছে, তুমি বিচার আসনে বসে কত পাপ আমাদের লিখিতেছ। যে ভাবে আমি পাপ করি না, সেযে কপট ভ্রষ্টাচারী, সে যে ভয়ানক তোমাকে অবিশ্বাস করে। তুমি বুঝিয়ে দাও আমাদের মাথার চুলের মত আমাদেব মনেব ভিতরে পাপ আছে। তাহা না হইলে এরা কি কবে ভাল হবে, ভিতরে যে সব পাপ সে কিরূপে যাইবে? তুমি একবার পুণ্যজলে প্রক্ষালন করে দাও, মনের ভিতর প্রেমের বৃন্দাবন আনিয়া দাও, কেবল যোগীদের দেখি, শুদ্ধতার গঙ্গাজলে নাড়ী পর্য্যন্ত ধুয়ে গেল আর কাল দাগ নাই। হরি, এই রকম করে যাদের শুদ্ধ কর তারাই যথার্থ শুদ্ধ। কিন্তু যারা মনে করে আমি খুব শুদ্ধ, তারা দাম্ভিক। যাদের তুমি শুদ্ধ করেছ, তাদের হাড়ের ভিতর একটিও পাপ নাই। কল্যাণদায়িনী, মুক্তিদায়িনী, যদি মুক্তি দিবে তো এই রকম কর। যারা যথার্থ শুদ্ধ,

তারা বল্‌বে, এই দেখ বুকের ভিতর একটি পাপ দেখতে পাচ্ছিস্‌? পৃথিবী বলিবে, না। এই বারে যথার্থ শুদ্ধ হয়েছ। এই রকম কর, হরি, যে দিকে দেখিব তোমার ধর্ম্মরাজ্য, পুণ্যরাজ্য, সব শাদা। সব ভালই দেখছি সব ভালই ভাব্‌ছি, এ রকম কাদের হয়, যাদের হৃদয়ে পুণ্যসমুদ্র রেখেছ। দেবতাদের ভাব কেবলই শাদা শাদা ফুল, কেবলই ভিতর পর্য্যন্ত শাদা। যখন সকলে বলিবে—তুই বলিতেছিস্‌ শাদা, কিন্তু তোর ভিতরে পাপ আছে। কিন্তু যখন পৃথিবী বলিবে হাঁ যথার্থ হাড়গুল পর্য্যন্ত শাদা, যেন আগরার শাদা পাথরের বাড়ী। মা, যখন এই রকম হব, তখনই যথার্থ শুদ্ধ হইব। হরি, আমাদের সব ভিতরের কাল ভাব দূর কর। মা মঙ্গলময়ী, আশীর্ব্বাদ কর আর যেন অহঙ্কার না করি। দিন দিন সমুদয় পাপ গরলকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের জয়।

২৬ এ জুন মঙ্গলবার।

হে মুক্তিদাতা, হে অধমতারণ, অন্ধকার শেষ হইবার, রজনী শেষ হইবার তো সময় আসে নাই। তোমার নববিধান বারংবার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেছেন, ইহার

জয়লাভ কখন হবে? বোধ হয় যেন পূর্ব্বদিকে একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে। যে সময়ে আমরা তোমার নববিধানকে দেশের স্থাপক বলিয়া আলিঙ্গন করিব, যেন আস্তে আস্তে সেই সময় আসিতেছে। এই সময় তাঁহার লোকদের সতর্ক কর, জাগ্রৎ কর। দীনবন্ধু, তাঁহা-দিগকে এই সময় সুমতি দাও, খুব সতর্ক কর, তাঁদের কাজ তাঁরা করুন। যদি দুঃখের সময় চলিয়া যাইতেছে, তবে আমরা তোমার কার্য্য করি। যদি আমরা শুদ্ধ চরিত্র না হই, যদি আমরা এখনও ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, তাহলে পৃথিবী বলিবে, পিতা যে কয়টা লোককে কাজ করিতে দিয়া-ছিলেন তাহারা তাহার উপযুক্ত হয় নাই। হে দীনদয়াল, হে প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার এই কয়েকটা লোককে তুমি কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া আনিলে। তুমি ভাবিলে এদের হাড় ভাঙ্গিল এখন পুরস্কার দি, এই বলিয়া নববিধানকে দেশে দেশে মহিমান্বিত করিলে। মা, ইহাঁর গৌরব বাড়ুক আমাদের শান্তি হইবে। ইনি যদি পৃথিবীতে রাজত্ব করেন আমাদের খুব আনন্দ হইবে। যদি নববিধান রাজ্য করেন তাহ'লে দুঃখী পৃথিবীর দুঃখ দূর হইবে। আমরা যেন সকল দুঃখ দূর করিয়া তোমার নববিধানকে মহিমান্বিত করি, আর আমরা উৎসাহিত হই। আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া এই সময় এই সুবাতাস হইতেছে, এই সুপ্রভাত

হইতেছে, দেখিয়া তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করিব, ইহাঁর প্রজা হইয়া আমরা দিন দিন শুদ্ধ ও সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের আশা।

২৭ এ জুন বুধবার।

হে দীনদয়াল, হে শান্তিস্বরূপ, আশা বিনা কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, যদি করে তাহার জীবন অত্যন্ত অসুখী। ধার্ম্মিকেরা যদি এই রকম হয় তাদেরও জীবন অত্যন্ত অসুখী হয়। এই রকম করিয়া, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্ত " স্বর্গরাজ্য আসিতেছে " ঐ আসিতেছে, এই বলিয়া আশা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। হে ঈশ্বর, তুমি তাঁহাদের চক্ষুকে এমনি করেছিলে যে তাঁহারা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। হে ঈশ্বর, আমরা কি এ রকম করিয়া বসিয়া থাকিব না ? তাহলে নববিধানের কি হইবে ? এই রকম করে কত লোক চলে গেছে, যারা একটু২ নিরাশ হচ্চে তারা কি আর সুখের পরিবার হবে ? হে পিতা, এই রকম করে বৎসরে২ দুপা, এক পা, করে চলে যাচ্চে। পরমেশ্বর, তোমার সাধু সন্তান ঈশা তাঁহার লোকগুলকে খুব আশা দিতেন, বলিতেন ঐ এলো ২। আর আমাদের যে সব লোক বলে, আর পিতার রাজ্য এসেছে ! নাথ,

এইরূপ পশ্চাৎ গমন বড় সাঙ্ঘাতিক, তোমার নববিধানে। নাথ, আমাদের এই কর আমরা যেন তোমার ঈশার মত উৎসাহী হই আর বলি, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। এই বলিয়া আশা করিব, আমাদের কতকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমাদের নববিধানের মহিমা দেশ দেশান্তরে বাড়িবে। প্রেমিকের ধন, আশার রতন, মা, খুব আশা ধন দাও, যে দিন আশা যাবে সেই দিন মৃত্যু; জঘন্য নিরাশা মৃত্যুর দ্বার। নিরাশ কেন হব? পিতা আস্‌চেন, স্বর্গ-রাজ্য আসিতেছে কেবল এই বলিব। হৃদয়ের সেই পূর্ব্বজ্ঞান কি হৃদয়ে দেখিতে পারিব না, ঠাকুর? মা, আমা-দের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা নিরাশার আগুন দূর করিয়া দিয়া মনে মনে আশা করিব স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ রাজ্যের দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসনয়নে আশানয়নে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া সুখী হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মুখদর্শনে সুখ।

২৮এ জুন, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াবান্ হরি, হে ভক্তের সখা, ভক্তের আহ্লাদ হইলে তোমার আহ্লাদ হয় ইহা জানি। যদি ভক্ত নৃত্য করেন তবে ভক্তবৎসলও নৃত্য করেন। আবার তুমি যাহাতে

তুষ্ট হও ভক্ত তাহাতেই তুষ্ট হন। যদি কোন কাজ করিলে, নাথ, তোমার মুখে হাসি হয়, ভক্ত সকল কাজ রেখে সেই কাজ করেন। তিনি বলেন আমার কাজে মার সুখ হবে, আমি সব কাজ ফেলে আগে সেই কাজ করিব। দীনবন্ধু হে, তোমার ভক্তের মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তোমার ভক্ত পুরাণ জানেন না, বেদও জানেন না। তিনি কেবল তোমার মুখের হাসি জানেন; তোমার মুখের হাসিই তাঁহার বেদ পুরাণ। ভক্ত তোমার কাছে এসে বসেন, গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করেন আর বলেন, মা তুমি কি চাও আমার কাছে? মা বলেন আমি এইটি চাই, তিনি অমনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল খুঁজে সেইটি করেন। মা, আমাদের সকলের জীবন এমনি হউক। মা, যে কাজ করিলে তুমি সুখী হও, আমরা সকল কাজ ফেলে যেন সেই কাজই করি। মা হেসেছেন তবে আমাদের মুক্তি! এইতো বৈকুণ্ঠ। মা, আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে দূর করে দাও। কি তোমার রুচি, তোমার মন কিসে প্রসন্ন হয় এই কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া এই শাস্ত্রে জীবন শেষ করি। আর কোন কাজ আমরা চাই না। দয়াসিন্ধু, দীনবন্ধু, ইচ্ছাগুল আমাদের তুমি একেবারে শেষ কর, কেবল আমার কিসে ভাল হবে এ যেন আর না ভবি।

মার মুখেই আমাদের সুখ, আমি সুখী হয়েছি কেবল মার মুখ দেখে। মা? আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা

চির দিন তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া তোমার সুখে সুখী হইয়া দিন কাটাইব আর তোমার সুখে মগ্ন হইয়া জীবন সফল করিব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অটল যোগ।

মুসাব্‌রা।

শনিবার, ৩০এ জুন।

হে প্রেমস্বরূপ, হে শান্তিদাতা, যেমন সংসারের ঝড় তুফানের মাঝে তোমার সাধক তোমার কোলে ধ্যানে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকেন, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমাদের শান্ত কর। এই যে হিমালয় অটল, অচল হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাথার উপর শোঁ শোঁ করিয়া ঝড় বহিতেছে কিন্তু তবু হেলে না দোলে না। তোমার গিরি এমনি সুশিক্ষিত তার মাথা টলেও না দোলেও না, শান্ত আর স্থির, বায়ুবিকম্পিত হয় না। ঠিক যেন সিদ্ধ মহাপুরুষ বসিয়া আছেন ধ্যানে। আমরা সামান্য বাতাসে হেলি দুলি। আমাদের মনত সিদ্ধ নয়। আমরা ছিলাম ভাল এখন পাপে ভ্রষ্ট হইয়াছি। যোগভ্রষ্ট বাঙ্গালী সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতেছে। দীনবন্ধু, হিমালয়ে আনিলে যদি আমাদের ঠিক কর। ঝড়ে যেন ঠিক থাকিতে পারি।

ইন্দ্রিয়ের ঝড়ে সাংসারিক অবস্থার ঝড়ে এই সবের মধ্যে সুস্থির থাকিব। হিমালয়ের একটু ধূলি মাথায় দিব। ইনি যে অটল অচল হইয়া বসিয়া আছেন। হিমালয় তোমার প্রশংসা করি। চাঞ্চল্যবিহীন যোগসিদ্ধ তোমার গুণ গান করি। হে ঈশ্বর, হে হিমালয়ের ঈশ্বর, গরিব দুঃখী দুঃখিনীদিগকে যদি দয়া করে আনিলে তবে হিমালয়ের সমাহিত ভাব যোগ যেন হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া লইতে পারি। ভগবান্, হিমালয়কে দেখিলে যে ভয় করে, এখনও কত শিখিবার বাকি আছে। ঝড় দেখিয়া আমাদের বুক যে কেমন কেমন করিতেছে, আর গিরির ইহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কৈলাসের মহাদেব, এই যে সব কিঙ্কর আসিয়াছে। যদি তুমি বল দাও আমরা কেন এ ঝড় সহ্য করিতে পারিব না? মহেশ্বর, সিদ্ধিদাতা, দাও আশীর্ব্বাদ, ঝড়কে রথ করিয়া তাহার উপর চড়িব। পতিতপাবন, আমাদের হীনতা হইতে রক্ষা কর। লোভী না হইয়া, রাগী না হইয়া আমরা হিমালয়ের বংশ হইয়া যোগেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিব। সব ছাড়িয়া এখানে থাকিব কেবল তোমাকেই কিন্তু ছাড়িব না। কৈলাসে যিনি এক বার আসিলেন তিনিই তার ভাব পাইলেন। দীনবন্ধু, গরিবদের যদি দয়া করে আনিলে তবে এই কর যেন স্থির-হৃদয় হইতে পারে। এই যে গিরি, কারও নিন্দা সুখ্যাতি শুনেন না। ইহাঁরা একেবারে যেন সিদ্ধ হইয়াছেন;

তোমাতে যেন বিলীন, সংসারকে চান না। তুমিও তেমনি স্থান দিয়াছ। যোগগিরি, তুমি নাম সাধন যোগে মহেশ্বরকে ডাক। হে ভগবান্, এখানে আসিয়া যেন শূন্য মনে না যাই। এই কর, এই গিরির সরলভাব, গম্ভীর ভাব, যোগ ভাব যেন পাই। হরি হে, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন এই হিমালয় বিদ্যালয়ে যোগ শিক্ষা করিতে পারি। [স্থূ]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের আগমনে বিশ্বাস।

১লা জুলাই রবিবার।

হে দীনশরণ, স্বর্গরাজ্যের রাজা, নীচ প্রসঙ্গ নীচ কথোপকথন এ সমুদয় তুমি দূর কর এবং ধর্ম্মের কথা আমাদের বলিতে দাও। হে ঈশ্বর, ভক্তের রসনা এক প্রকার, ভক্তের কাণ এক প্রকার ভাবেতে গঠিত, আমাদের কাণ আর এক প্রকারে গঠিত। এই পৃথিবীতে ভক্তেরা আসেন, তাঁরা কি বলেন কি দেখেন, আমরা কি বলি কি দেখি। তাঁহারা দেখেন এই পৃথিবীতে সুপ্রভাত হইল, স্বর্গের পরীরা নামিতেছেন। তাঁহারা দেখেন এক নূতন রাজ্য বাহির হইতেছে। যেমন গগনবিহারী দূরদর্শী পক্ষী দেখে তেমনি তোমার ভক্ত এই সকল দেখেন।

আমরা কি দেখি, হরিনাম উঠিয়া গেল, হিমালয় নামিয়া গেল, মুনি ঋষিরা নাই, সূর্য্য গেল, রাত্রি আসিল অন্ধকার হইল। আর কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম? উঠিয়া গেল। পঁচিশ বৎসর ধ্যান করিয়া আমাদের এই বিশ্বাস? আমরা দেখি-তেছি ঐ অধর্ম্ম আসিতেছে, ঐ সয়তান আসিতেছে। ঐ পাপ রিপু, ঐ আমাদের মৃত্যু। চক্ষু নিরাশ, কর্ণ নিরাশ, ঐ যেন কে বলিতেছে, যা দেশে যা, যা পঞ্জাবে ফিরিয়া যা, অবিশ্বাসীদের জয় হইবে, কেন আর চক্ষু বুঁজিয়া ধ্যান করিস্? যা চলে যা সংসারে। এ সময়ে যোগ ধ্যান করিতে পারিবি না। আর কেন? দেখ্ না বিলাতে আমেরিকাতে সব সংসারী। আগে এক এক জন তবু ধার্ম্মিক ছিল, এখন সকল ধর্ম্ম শেষ হইল। তোমাদের কথা মিথ্যা হইল, ধর্ম্ম সমন্বয় কবিবে বলিলে হইল না. পৃথিবীতে সাধু নাই, যাও তোমরা। হে ঈশ্বর, এই সকল কথা আমরা বলি। বাধা দিলে ভক্তের ভক্তি বাড়ে, কিন্তু অবিশ্বাসীর যে টুকু ধর্ম্ম ছিল তাহাও চলিয়া যায়। বাধা পাইলে উৎসাহীর বল বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে, কিন্তু গরিব লোকের ভয় হয়। হে হরি, আমাদের এ চক্ষু দুটো ফেলে দিয়ে ভক্তের চক্ষু দাও। ইঁহারা দেখিতেছেন সত্যধর্ম্ম চলিয়া গেল, ভগবান্ শ্মশানে মরিয়া গিয়াছেন। ঈশা বলিতেন কি? ঐ দেখ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া দেখ জ্বলন্ত জ্যোতিতে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে।

আমরাও তো, ঠাকুর, এক দিন বলিয়াছি তোমার সত্যরাজ্য আসিতেছে। এখন ইহারা নববিধানকে জড়সড় করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। হে মহাপ্রভু, আমি তাই হাতযোড় করিয়া তোমার কাছে বলিতেছি যদি পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবে তবে অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস চূর্ণ কর, ইহাদের অবিশ্বাসী চক্ষুকে উৎপাটন করিয়া বিশ্বাস চক্ষু দাও। ভক্তেরা ভীরু অবিশ্বাসী? না। আমরা এক বার এই চক্ষু দুটোকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেই ঈশা মুষার চক্ষু লই, আর দেখি ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ সব যোগী ঋষিরা আসিতেছেন। আমরা পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া বীরপ্রধান পরমেশ্বরকে দেখিব। এইখানে সেই ভক্ত হনুমান্ ছিলেন যিনি পাহাড় তুলিয়াছিলেন। এখানে ভীরুরা আসিতে পারে না। আমরা এই পাহাড় তুলিয়া অবিশ্বাসীদের গায়ে ফেলিব, এই পর্ব্বত আমাদের অস্ত্র হইবে। হে হরি, যা হইয়া গিয়াছে, হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদের বিশ্বাসী কর। হরি, আমরা নববিধানের বিবাহ দিব, পাত্রপাত্রীকে খুব সাজাইব। মহারাজ ব্রহ্মাণ্ডপতির সঙ্গে আমাদের নববিধানের বিবাহ হইবে। সকল ঋষি মুনি নিমন্ত্রিত হইবেন, সকলে আনন্দে গান করিবেন, আনন্দধ্বনি করিবেন। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা কেবল স্বর্গের কথা শুনিব, কেবল স্বর্গরাজ্য দেখিব, কেবল আশা করিব পৃথিবীর পরিত্রাণের দিন আসিতেছে যে দিন

আর দুঃখ থাকিবে না, আমরা এই আশা করিয়া চিরদিন তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনাতে সুখ।

২ রা জুলাই, সোমবার।

হে সুখের হরি, হে পূর্ণানন্দ, এই জ্ঞান যেন আমার থাকে যে তুমি কেবল সুখ এবং শান্তি। উপাসনার আরম্ভ উপাসনার শেষ সকলই যেন কেবল মধুবর্ষণ হয়। এক জন লোক পাইয়াছি যেখানে কেবল সুখ, ইহাই যেন আমার মনে থাকে। যখন প্রেমানন্দের সুখ বলিয়াছি তখন আর চুপ করে থাকা যায় না। তোমার কাছে আসিলে কেবল সুখ হয়। কে তুমি? তোমার নাম কি? যে হও সে হও তুমি, এই খানটায় বসিলে যেন প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কাম ক্রোধ লোভ আর কিছু থাকে না, কেমন একটা অপূর্ব্ব শান্তিরস কোথা হইতে আসে। কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয়, উনিও সুখী আমিও সুখী। কৈ রোগ, শোক, বিপদ? অভিধানে কতকগুল কথা আছে হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রণা বেদনা বলিয়া, গভীর মৃত্যু ক্লেশ, প্রাণ ছটফট করে, কিন্তু এই জায়গায় বসিলে কোথায় রোগ শোক যায়, আমাকে রেখে যায় সুখনদীর ধারে। যত অসুর, যত দানব, যত

ব্রহ্মদৈত্য এই উপাসনার শাঁক বাজিলে সব দৌড় মারে। তখন আমি পাপী কি ধার্ম্মিক, তোমাকে বুঝি কি না, ভাবি কি না, এ সব কোথায় যায়; তখন ভাবি দুঃখ কোথায়? পাছে ভগবানের ছেলের দুঃখ হয়, পাছে কেহ বলে যে, মানুষিক যন্ত্রণার শেষ নাই, পাছে কেহ বলে একতারা বাজাইলেও সব দুঃখ যায় না, তাই তুমি এই রকম করিলে। সুখ হইল, একটা শান্তির বিছানায় বসিল, ভক্তবৎসল যিনি ভক্তকে লইয়া বসিলেন আর সব দুঃখ গেল। আর দুঃখ নাই, তোমার শান্তিসমুদ্রে উঠিতেছি, নামিতেছি, কেবল শান্তিরস। দয়াময়, এই যে উপাসনাকে প্রসংশা করি, এই যে উপাসনাতে গতি করিয়া দিয়াছ, ইহাতে শান্তি বটে। এখন এই কর, দীনবন্ধু হে, জ্বালা যন্ত্রণা আর না থাকে, কোন রকম অশান্তি আর না থাকে, কেবল এমনি করে তোমার কাছে বসি আর সুখ হউক আর না হউক। গরিবকে তুমি সুখী করিতে পার, একবার চাঁদমুখে হাসিলেই হইল। ভক্তকে পুলকিত করিতে পার এক মুহূর্ত্তে। হে গতিনাথ, সংসারে গতি দিতে পার অনায়াসে। তোমার কাছে এমন অমৃত রয়েছে এমন সুখ রয়েছে, অনায়াসে তুমি তাহা দিতে পার। অনেক দুঃখিনী কন্যা তোমার আসিয়াছে। কেবল উপাসনাতেই সুখ। 'হরি বলে ডাক রসনা,' 'কেবল হরিচরণ বুকে রাখ,' এই বলিলে সব দুঃখ চলে যাবে, এই বলিতে বলিতে আমাদের সকল দুঃখ দূরে যাবে। হে মঙ্গলদাতা,

বিধাতা, কৃপা করে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সব দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া দুঃখের আগুনে জল ঢালিয়া কেবল শান্তিসুধা পান করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেতন।

৩ রা জুলাই, মঙ্গলবার।

হে দয়ার সাগর, বিধানের রাজা, আমরা তোমার দাস দাসী তাহাতে ভুল নাই। দাস দাসীর একটি নিয়ম থাকে মাস গেলে তাহারা বেতন পায়। কিন্তু আমাদের বেতন কৈ? আমরা রাত্রিতে খাটি, দিনে খাটি, মাহিনা কৈ? এরা কেবল ব্যাগার খাটে, এদের মাহিনা নাই। কিন্তু, রাজন্, তোমার খাতা খুলিয়া দেখি এদের প্রাপ্য কিছুই নাই। স্বর্গেতে হে মহাপ্রভু, ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর নীতি থাকিবে, কিন্তু আর নীচতর নীতি দেখিতে পাই। আমাদের খাটিয়ে মার, টাকা দাও না কেন? হে হরি, বলিতে গেলে ধমক খাইতে হয়। এত পাপ করি, তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করি, তাইতে সব বেতন কেটে গেল। কোথায় বেতন পাইব, না হরির কাছে ঋণী হইলাম। তোমার দোষ নয়, প্রভু হে, তুমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে মাহিনা দাও। এরা ছমাসের বেতনের আশা করে বসে

আছে। ঈশ্বর, মাহিনা না পাইলে হয় না, স্ত্রী পুত্রদের খাওয়াব কি? আমরা কি মাহিনা চাই? তোমার রাজ্য বাড়ুক, তোমার প্রজা বাড়ুক। আমরা খাটিতেছি তোমার পুণ্যরাজ্য প্রেমরাজ্য বাড়িবে বলিয়া, তবে আমরা মাহিনা পাইব। তবে ছাই মিথ্যা খাটিতেছি আর তোমার রাজ্য কিছুই বাড়িতেছে না ইহাতে কি হইবে, হরি? যে কয়টা লোক ছিল তাহারাও অরাজক দেখে চলিয়া যাইতেছে। হরি, তুমি আমাদেরহাতে দড়ি বেঁধে বিচারাসনের কাছে লইয়া গেলে, বলিলে, হ্যাঁরে তোরা এই কাজ করলি, আমার প্রজা সব উঠিয়ে দিলি। শেষে আমাদের মাহিনা পাওয়া দূরে থাকুক কারাগারে যাইতে হইল। এই কয় মাস হইতে মাহিনা বন্ধ হয়েছে আর টাকা কড়ি নাই আর মানুষধন বাড়ে না। এই সকল কি সহ্য করিবে, নাথ? শুদ্ধ ধর্ম্মরাজ তুমি চাকরের গাফিলি দেখে চুপ করে থাকিবে? মেয়েরা খুব মেয়ে আনিতেছে না কেন? বালকেরা খুব বালক আনিতেছে না কেন? প্রচারকেরা কেন অসঙ্খ্য লোক আনিতেছে না, হরি? গোলামের মাহিনাটি দাও তা না হইলে আর চলিবে না, কাজকর্ম্ম বন্ধ হবে। এরা সব চুপ করে দর বন্ধ করে শুইয়া থাকিবে, আর ভগবানের রাজ্য আসিবে না এই বলে নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। হরি, তুমি বুঝিতেছ না ঐ টাকাকটি আনি আর খাই। তা না

হলে আর তোমার দাস দাসী না খেয়ে বাঁচিবে না। খুব ধুমধাম হইতেছে, এ দেশ হইতে ও দেশ হইতে লোক আসিতেছে, এ না হইলে আর তোমার বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাঁচিবে না। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার উপযুক্ত দাস ,দাসী হয়ে তোমার রাজ্যকে বাড়াইয়া মাহিনা লইতে পারি, মাহিনা আরো বাড়িয়ে লইয়া তোমার কাজ করিয়া শুদ্ধ হই। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উন্মত্ততা।

৪ ঠা জুলাই, বুধবার।

হে দয়াবান্, হে রূপবান্, তোমার ব্রাহ্মেরা সকলি পারে কেবল মত্ত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মদের আর সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মত্ততা দেখা যায় না। তোমার রূপে গুণে একেবারে মাতিয়া গেল এ রকম হয় না। বন্ধু তাকে বলি, আলাপ করিতে ইচ্ছা হয় যার সঙ্গে। এমন লোক কৈ? মাতে কৈ? প্রাণটার মায়া একেবারে কেহ ছাড়িতে পারে না। সাধুই বল, ঋষিই বল, প্রাণটা তোমাকে দিতে পারে না। হাত দিয়া ধরিয়াছে তোমার চরণ, কমলার চরণ, লুকিয়ে লুকিয়ে আর এক হাত দিয়া সংসার ধরিয়াছে। এক হাতে কমলার সুন্দর

চরণ ধরেছে, আর এক হাতে সংসারের কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কাল পা ধরেছে। চারি সহস্র বৎসর আগে, ভগবান্, যথার্থ তোমার লোক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সাধু হব, প্রচারক হব এ সব ভাবিতেন না, কেবল মাতিব আর মাতাব, এই ভাবিতেন। হরি হে, সে ভাব আর এ ভাব! বৃন্দাবনের ভাবের সঙ্গে ইহা কত তফাৎ। বৃন্দাবনের সে এক বাঁশীতে লক্ষ লোককে ভুলিয়ে দেয়। বুঝি মার আর সে মোহিনী শক্তি নাই। দয়াময়ী মা, তোমাকে নাকাল করিল তোমার ভক্তেরা। যদি মাতিলাম না পাছে কাপড়খানা ভেজে এই ভয়ে, ইহাতে বোঝা যাইতেছে এখনো সয়তান রিপুরা আমাকে ছাড়ে নাই। ব্রাহ্মদেব কিছু হইল না, তোমার বাড়ীর কাছে গিয়াও যায় না। তোমার বাড়ীর কাছে গিয়া রথে উঠে উঠে, হইল না। দয়াময়ী, যদি এই যুগে তোমার ভক্তদের মাতাও তবে আমরা সিংহের মত হইয়া উঠি। ইহারা মেতেও মাতে না, দেখিলে রাগ হয়। এসেছিস্ মাতাতে, আবার আড়ে আড়ে দেখছিস্ পাছে স্ত্রীপুত্রদের ভগবানের ঘরে লইয়া যায়। মা, তোমার অনেক ছেলে বাহিরে আসিয়াছে, কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে পারিতেছে না। তোমার কাছে আসিল, নেশা ছুটে গেল, পালিয়ে গেল। দেখ না কত লোক আসিল আবার ভোর হইতে না হইতে চলিয়া যাইতেছে। ওরে ভাই, এত দূর এলি বা কেন? বৃন্দাবনে এসে, বলি, কুঞ্জবন না দেখে চলে

যাইতেছিস্? এলি যদি বাঁশী না শুনে যাইতেছিস্ কেন? দেখ্ না এই যে সব মাতাল পড়ে রয়েছে বাঁশী শুনে। সাধন করিলে কি মাতে? চল্লিশ বৎসর সাধনেও মত্ত হয় না। আমার হরি, অদৃষ্টে কি আমার এই দুঃখ আছে, ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে সকলে চলে যাবে। আমার বংশীধারীর বাঁশী শুনিতে পেলে না? দেশে গেলে লোকে বলিবে, ওরে বৃন্দাবনে গিয়া বংশীধারীর বাঁশী শুনিতে পেলিনি? এই কথা শুনে আর কেহ আসিবে না। কলিকাতায়, মা, তোমার বড় নিন্দা। সকলে বলে, মার মাথায় আর এখন মুকুট নাই; আগে দেখিতাম বটে, কিন্তু এখন নাই। হরি, এক বার দেখাও এখনকার সুরার কি জোর। আমার মার কি এমন রূপ যে পাঁচ মিনিট তোমাকে দেখিয়া মাতিলাম না? এ কি গিল্টি করা সোণা? কেহ বলিবে আমি ৭ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া মাতিলাম না। তবে সে উপাসনা আল্‌গা উপাসনা। মাকে দেখিতেছি, কত বার মার কাছে আসিতেছি তবু নেশা হয় না। উপাসনা কি এমনি জিনিস যে সাত বৎসরেও নেশা হয় না? হে দেবী, হে দেবী, ভক্ত ছোঁড়াগুলকে যদি মত্ত করিবে তবে তোমার মত্ততার রূপ দেখাও। যে উপাসনাতে মত্ততা নাই সে গিল্টি করা উপাসনা তাড়িয়ে দাও। হে মত্ততার দেবী, তুমি এস। এ সব ব্রহ্মের, ভগবানের কাজ নয়? এক বার রণে

দেবী নাম তো। এদের চিত করে ফেলে গলার ভিতর সুধা ঢেলে দাও। ঠাকুর, আমার মনে এক বার এক বার আশা হয় যে এই পাঁচ বৎসরের পরে আবার সব মিল হইবে। পাঁচ বৎসরের সুদ শুদ্ধ এবারে আদায় করিব। পরলোকে যাইবার আগে আবার মাতাই। হরি, যদি সুদিন দাও কত আহ্লাদ হইবে। কেন না তারা আর থাকিতে পারিল না দলে দলে আসিতেছে। এবারে দেবী আসিতেছেন কি না, তাই তাহারা কেহ থাকিতে পারিল না। দেবী, আবার মাতাও, নবদ্বীপের ভক্তদের মত মাতাও। মা, এবারে মত্ত হইয়া তোমার সকল লোককে কাঁপাই আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে পড়িয়া প্রেমে মত্ত হইয়া সকলকে মাতাইব আর মাতিব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরীক্ষা মধ্যে আশ্বস্ততা।

৫ ই জুলাই, বৃহস্পতিবার।

হে দীনবন্ধু, হে আমাদের আত্মার পরীক্ষক, আমাদের দুর্ব্বল মন পরীক্ষাকে ভয় করে, বিপদ আপদ দেখিলে ডরায়। কিন্তু দয়াল, তোমার ভক্তেরা বলিতেন পরীক্ষা বড় মিষ্ট, ফলেতে মিষ্ট, শেষে মিষ্ট। দয়াময়, এই জীবনকে

আমাদের এই দলকে কত প্রকারে তুমি পরীক্ষায় ফেলি-তেছ। বিচ্ছেদের কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, লোকের গঞ্জনা, ভয়ানক পীড়ন, এই সব আমাদের মনকে কষ্ট দিতেছে। এক এক বার মনে হয়, মা কি ছেলেকে এত দুঃখ দিতে পারেন? তা ত সত্যই, এ সব মঙ্গল। কত লোক বলে মা কেন দুঃখ দেন, কেন পরীক্ষায় ফেলেন? আমি বলি এ কি দুঃখ? মা কত শাসন করেন, মা তো আর ছেলেকে বইয়ে দিতে পারেন না। মার অনেক কাজ সন্তানসম্বন্ধে, তবে কেমন করে মাকে দোষ দিব? পাঁচ জন যদি দোষ দেয় তবে কি করে চুপ করে থাকিব? মা আমার শাসনও করেন আবার আদরও করেন। মা, ছেলে ভাল করা তোমার কাজ। বিপদগুল যে বন্ধু! কত বার দেখিলাম, ঠাকুর, ভাবী ভারী বিপদগুল, শেষে কত শান্তি। নববিধা-নের জন্মই হইল এই আন্দোলনে। এখন সেই পাষণ্ড-ভায়ারা কোথায় রহিলেন? যাহাকে পাষণ্ডেরা বিপদ পরীক্ষা বলেন সে সব মঙ্গল। এই পৃথিবীতে কত দুঃখ পাই-য়াছি, কিন্তু সে দুঃখ একটিও অমঙ্গল করিতে পারে নাই। স্বর্গের একটী একটী বিপদে কত শান্তি দেয় কত সুখ দেয়। মা, কেহ যেন তোমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া বদ্‌নাম না দেয়। তুমি কত মার্‌ছো ধর্‌ছো আবার সন্তানকে লইয়া মুখচুম্বন করিতেছ। যে এই সব প্রেমের রহস্য বুঝিয়াছে, সেই যথার্থ সুখী। মা, খাওয়া পরা সুখ সম্পদ তো দিয়াছ, কিন্তু

ইহাতে যত সুখ না হয়, পরীক্ষা বিপদে আরো সুখ। লোকে বলে এত বিপদ পরীক্ষা গেল গেল এইবার নৌকা ডুবিল, আমি বলি, না ডুবিবে না। দেখিতে দেখিতে সব মেঘ ঝড় কোথায় গেল, নদী আকাশ পর্ব্বত বলিল হরি হরি বল। এখন দেখ কেমন তোমার নব বিধানের নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে। যাহারা বলিয়াছিল নৌকা ডুবিল তাহারা এখন কেমন সুখে যাইতেছে। মা, আমাদের বিশ্বাস দাও, আমরা বলি আমাদের দুঃখ কিছুতে হইবে না। মার প্রেরিত দুঃখ, ভক্তজনের অনিষ্ট হইবে না। মা যে আমাদের চেনেন, এ দল যে মার, আমরা যে মার খাই, কেন আমাদের দুর্গতি হবে। কিছুতে অমঙ্গল হবে না তো যদি ঐ শ্রীপাদপদ্মে মাথা দিয়া পড়িয়া থাকি। আমি কি না মা দুঃখ দেন, বলিব? আমার মা মঙ্গলময়ী, তিনি কখন অমঙ্গল করেন না, তিনি তো অমঙ্গল করিতে পারেন না এই কেবল বলিব। মা মঙ্গলময়ী, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর তোমার কাছে বিশ্বাসী হইয়া থাকিব, মা যাহা দিতেছেন সকলি মঙ্গলের জন্য এই বলিয়া শুদ্ধ হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাত্ত্বিকতা।

৬ই জুলাই, শুক্রবার।

হে দীনশরণ, হে শুদ্ধদেব, এখনও তুমি অনেক দূরে, ইচ্ছা হয় তোমাকে আরো নিকটে আনি। পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা আরো অগ্রসর হইবার কথা ছিল। পুরাতন বিধান অতিক্রম করিয়া নববিধান আরো অগ্রে যাইবে; তাহা তো আমরা পারিলাম না। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া সব তাতে হরি, তাঁদের গায়ে হরি নাম। তাঁদের সকল বস্তুতে তুমি ছিলে। আমরা উপাসনাটি যে করি এইটি ঠাকুর, ধন্য। তার পর সমস্ত দিনের কর্ম্ম তো আর দেখা যায় না। তাঁহারা বিছানা হইতে উঠিয়াই আবার কর্ম্মেতে যাইতেন। তাঁরা জলেতে আকাশে সব জায়গায় তোমাকে দেখিতেন। আমরা এত উচ্চ বংশের সন্তান হইয়া কেন এ রকম? ঠাকুর, যদি দয়া করিয়া তাঁদের মত আমাদের কর। হরি-নাম ভিন্ন কোন খাবার খাইব না। অন্ততঃ যে গুলি প্রতি দিনের কাজ তাহাতে হরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। কতকগুলো হয় তো সয়তানের, কতকগুল হয় তো আমার, তাহার ভিতর তোমারও একটা একটা কোথায় ঢুকে থাকে। তাঁদের ওঠা বসা সব ধর্ম্মেতে। ঠাকুর, আমাদের আরো উচ্চ হইতে দাও। তাঁদের ছুঁলে হৃদয় উচ্চ হয়। কার জিনিস খাইতেছি, কার জিনিস লইতেছি, তার ঠিক নাই।

এই এক বার উপাসনার সময় তোমাকে প্রণাম করে চলে যাব আজকের মত। কিন্তু তাঁহারা মেঘ ডাকিতেছে তাইতে ব্রহ্মধ্বনি শুনিতেন। হরি, আমাদেরও এই উচ্চ স্বভাব দাও। আমরা শুইতেছি যে বিছানায়, জঘন্য ইন্দ্রিয় তাহাতে। এইতো গেল শরীর। মা, কার জিনিস ছুঁইতেছি? মড়ার জিনিষ। শেষে নাস্তিকের যা তা ছুঁইতেছি। ব্রহ্মতনয়ের মত আমরা সাত্ত্বিক হইব। সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক সব। কাগজে দোয়াতে সব হরি, যা ছুঁইতেছি অমনি ব্রহ্ম চড়াৎ করিয়া উঠিতেছেন, এই হইলে তবে আমরা সাত্ত্বিক হইব। সব জিনিষে হরিকে দেখি। জিনিষ আমার নয়, সয়তানের নয়, সব নব বিধানের হরির জিনিষ। এই সকল জিনিষ লইয়া আমরা সাত্ত্বিক হইব। আমাদের এই জিনিষ যেন সর্ব্বদা শুদ্ধতাতে রাখিয়া দেয়, মা, আমাদের এই আশার্ব্বাদ কর। আমাদের সব অসাত্ত্বিক ভাব দূর করিয়া দিয়া নব বিধানের সাত্ত্বিক ভাব ধরিয়া দিন দিন শুদ্ধ হইব। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধি স্বীকার।

৭ই জুলাই, শনিবার।

হে দীনদয়াল, হে ধর্ম্মরাজ, গৃহস্থের বিধি তুমি যদি প্রচার করিতেছ, তবে গৃহস্থকে বল দাও যেন সে সেই বিধি পালন

করিতে পারে। আমরা, হে ঈশ্বর, কেন অশুদ্ধ থাকিব, কেন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইব. যদি গরিব বলিয়া যে যেখানে আছে সকলকে তুমি বিধি দাও। জননী, এই বিধিতে কেবল আমরা ভাল হইব তাহা নয়. তোমার পুত্র কন্যা যে যেখানে থাকিবে লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া লইব। সেবকেরধন, সেবকদের তোমার বিধি দাও আর পাপাচার না হয়, স্বেচ্ছাচার না হয়। এইটি তুমি চাও, প্রত্যেক গৃহস্থ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঠিক নিয়ম গুলি পালন করেন। তোমার মনে বড় সাধ ছিল যে, আমার গৃহস্থ গুলিকে আমি চিনিয়া লইব। সেই দিন তো আসিয়াছে, ঠাকুর। এইবার অনায়াসে বাঁধিতে পার, এইবার তো অনায়াসে পৃথিবীকে দেখাইতে পার তোমার লোকদিগকে। এইবার আমরা তোমার বিধিতে তোমার ঘর সাজাই। সাধকের ধন হে ঈশ্বর, যদি এনিয়ম সত্ত্বেও সাধকেরা যা ইচ্ছা তাই করে, তাহলে বুঝিব দয়াসিন্ধু আমাদের রাজা নন। কাগজে পর্য্যন্ত যখন লেখা হইল তখন তো আর ওজর করিতে পারে না যে কি করিব? যেখানে নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত লেখা হইল, এখন দেখুন সকলে তোমার কি বিধি। এক বার পৃথিবীকে দেখিয়া দিন, তাহলে বল্‌বে এরাই স্বর্গের লোক। আহা এমন ঘরের নিয়ম, এমন খাওয়া দাওয়ার বিধি, এমন আর কোথায় দেখিব? এরা মা দেবীকে যথার্থ দেখিয়াছে। আর তুমি মনে২ হাসিতেছ আর বলিতেছ

আরো পরিবার হউক। এইবার, মা, এদের টেনে লও। সদাচার ব্রহ্মচারী যাহারা তাহারা এই নিয়ম লউন। আর যদি দেবী, তোমার নিয়ম লেখাই রহিল কেহ মানিল না তা হলে লোকে বলিবে মা নিয়ম করিলেন কিন্তু কেহ লইল না। মা, তাই বলিতেছি সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তোমার এই বিধি লউন। মা, এক বার তুমি মহারাণী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আদেশ প্রচার কর। মা, আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সমুদায় স্বেচ্ছাচার অবিশ্বাস দূর করিয়া তুমি যাহা বলিবে যাহা লিখে দিবে সব গ্রহণ করিয়া সদাচারের পথে থাকিয়া দিন দিন শুদ্ধ ও পবিত্র হই। [সা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পরলোক গৃহ।

৮ই জুলাই, রবিবার।

হে কৃপাসিন্ধু, হে বৈকুণ্ঠপতি, বিশ্বাস করিব, বিশ্বাস বিনা পরিত্রাণ হয় না। বিশ্বাস করিব তোমার স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। দুঃখী সেই লোক যে পৃথিবীর সকলি দেখিতেছে, তোমার স্বর্গরাজ্য দেখে নাই, তুমি যে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিতেছ আমাদের জন্য তাহা দেখি নাই। ভগবান্, সেই বাড়ীতে কে কি করিবেন, তাহাও ঠিক আছে।

হে হরি, তুমি যখন এত ঠিক করেছ তখন অবিশ্বাসী বিশ্বাস করিবে না? এত বড় কারখানা করিতেছ, হরি, ভারতের এক দিক হইতে আর দিক পর্য্যন্ত কত লোক খাটিতেছে। আমার ঘর, ঐ ঐ ভ্রাতার ঘর, ঐ বন্ধুদের ঘর, ঐ আমাদের জন্য তুমি ধ্রুব লোক প্রস্তুত করেছ। কাণা দেখিতে পায় না বলে, কৈ? অপ্রেমিক চান, আমার ঘর ঐ. ও যাইতে পাইবে না। অবিশ্বাসী জানে না, একটি স্নানের ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি ফুলের বাগান, তুমি প্রতি-জনের জন্য করেছ। এ দেশের লোকের, ও দেশের লোকের জন্য, সকলের জন্য তুমি একটি একটি ছোট ঘর বড় ঘর প্রস্তুত করেছ। দ্বিজপতি, তুমি নববিধানের লোকের জন্য সব একটি একটি প্রস্তুত করেছ। আমরা যে দিন যাইব কত আনন্দ হইবে। একটি দুঃখের কথা শুন, হরি, আমাদের ভিতর এত অপ্রেম কেন? ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। কেহ ছোট সুরে কেহ বড় সুরে, নারীরা ছোট সুরে। হে শ্রীহরি, এক জন গেলে তো হবে না; প্রত্যেকে একটি একটি যন্ত্র বাজাইব। অত্যন্ত মনোহর সুমিষ্ট বাদ্যগানে ঘর পূর্ণ হইবে। জননী, কাহারও আছে ভাল সুর, কাহারও সুর ভাল নয়, এইটি, হরি, এঁরা বোঝেন না। সকলে না গেলে হয় তো মোটা সুর থাকিবে না হয়তো সরু সুর থাকিবে না, নয়তো যোগ থাকিবে

না, নয়তো ভক্তি থাকিবে না। হে হরি, তুমি আমাদের জন্য কত প্রস্তুত করিলে এখনও এরা কলহ করে। বাজাইব, আমোদ করিব; কেন কলহ করিব? ঠাকুর। অতিদীন হীন গরিব তার ঘরও সাজান হয়েছে, তার ঘরেও নববিধান আছেন। কি পরিপাটী হরি, তুমি তার জন্য একটী একতারা রেখেছ, একখানি গেরুয়া রেখেছ, তারও জন্য একটি ছোট যোগের ঘর আছে। তারও জন্য সোণার কলসিতে অমৃত রেখেছ। এতগুলি লোকের জন্য এত ঘর করে রেখেছ। পাঞ্জাবের লোকদের জন্য সেই রকম ঘর, মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য সেই রকম ঘর, ব্রহ্মপুত্রের লোক-দের জন্য তাহাদের মত ঘর প্রস্তুত করেছ। যাহার যেমন প্রয়োজন তেমনি রেখেছ। হরি, ঐ আমার বাড়ী, ঐ নব-বিধান। সকলে ঝগড়া কলহ দূর করিয়া আনন্দের সহিত ঐ বাড়ীতে যাই। হে দয়াময়ী, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে ঐ ঘরের উপযুক্ত হইয়া সকলে হাতধরাধরি করিয়া ঐ বাড়ীতে যাই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া সকলে আনন্দিত হইয়া ঐ শান্তিনিকেতনে স্থান পাইব। [শা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

নববিধানের নূতন।

রবিবার ৫ ই আগষ্ট।

হে প্রেমাত্মা, হে অন্তরাত্মা, মুখে আমরা বিধান মানি, হৃদয়ে কি মানি? নববিধান অবশ্যই নূতন। যে পুরাতন বস্তুকে নূতন বলিয়া মানে সে তোমার নববিধান মানে না। নিশ্চয় কোন নূতন বস্তু হরি পাঠাইয়াছেন। যদি আগে যাহা ছিল তাহাই আসিল তবে আমরা কেন আসিলাম, নিশান কেন উড়িল, পাপীর কেন আশা হইল? তাহা বুঝি গুপ্ত রহিল। আমরা যে পূজা করি, পরকাল মানি, নীতিতে শুদ্ধ, যোগী ভক্ত হব, দলমধ্যে ভ্রাতৃভাব হবে, এসব পুরাতন। সকল ধর্ম্ম হইতে সার লইয়া উদারতার পরিচয় দিব, সকল ইতিহাসে আছে। সকলই যদি পুরাতন হইল তবে হৃদয়েশ্বর আমরা তোমাকে বিদায় দিয়াছি। নববিধানকে মানি অথচ মানি না। অবশ্যই নূতন আছে তোমার শাস্ত্রে, নতুবা এত আন্দোলন হইত না। সেই নূতন ভ্রাতাদিগকে দেখাও দেখি। যাহা হইতেছে পুরাতন শাস্ত্রের অনুগত। সকলই তো পুরাতন। আমার মন কাঁদিতেছে আকাশ হইতে নূতন বাণী আসিবে, আসিল না। নূতন প্রার্থনা নাই, নূতন পরিত্রাণের পথ নাই। ঈশ্বর, কাছে বস, উত্তর দাও, কি নূতন? এ নিশান কত লোকে উড়াইয়াছে। গম্ভীর ধ্যানে ১০ ঘণ্টা নিমগ্ন কত সাধু হয়েছেন। আমরা পাহাড়ের কাছে পিপী-

লিকা এ বিষয়ে। হে হরি, নূতন কিছু দেখাইলাম না। তুমি এখানে আছ তাহা ঠিক, আমি যদি তোমার কথা নিরাকার মুখ হইতে শুনাই ইহাই নূতন। ভগবান্‌কে দেখিতেছি, ইহা হৃদয়ভেদী নূতন। আমি নূতন দেখাইয়াছি এই যে, তোমাকে দেখা যায়, কাণের কাছে মুখ দিয়ে তুমি কথা কও, এ কোন শাস্ত্রে নাই। সেই যে মেঘের মধ্যে বাণী সে তোমার. মা। এই যে তোমার পা ধরিতেছি, এই যে স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধ খাইতেছি। এ যে সহজ, অলৌকিক নাই। সামান্য লৌকিক কথা। এ যে সামান্য কথা। পাপী কুজনের কাছে যে হরির মিষ্ট কথা আসে এ কি নূতন নহে? বসিয়া আছি সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের চিঠি পাইলাম, তাঁর হাতের। জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্‌দার করিলাম, হাত ধরিয়া টানিলাম, ধরাধরি করিলাম, গুরু, তুমি মানে বোঝাও এরূপ ভগবানের সঙ্গে যে নিকট যোগ, এই যদি তোমার প্রত্যেক দাস হরিদাস নাম লইয়া সাক্ষ্য দিতে পারেন তবেই নূতন। গৌরাঙ্গদা-সেরা কতই না ভক্তি রঙ্গ দেখাইয়াছেন। আমাদের দেখান-এই গরিবের মা বসিয়া রহিয়াছেন অষ্টপ্রহর। হাতে আঁকা দুর্গার চেয়ে এই কৈলাসপুরীর নিরাকারা দেবী উজ্জ্বল হইযাছেন। অভিধানে যে সকল মানে পাওয়া যায় মার অভিধানের কথা তাহা হইতে পরিষ্কার। জড় অপেক্ষা মাতার মুখ উজ্জ্বলতর হইয়াছে? এই মা তুমি উপস্থিত,

জিজ্ঞাসা কর। তুমি বলিলে “আমি তখনই ভাবিলাম যে নববিধান পাঠাই, যখন লোকে নব বিধানকে লইল না তখন আমার মনে আহ্লাদ হল না। তারা বলিল ঢাকের বাদ্য আমার কথা হইতে স্পষ্ট।” আর যাদের রেখেছ, মা, তাদের মধ্যেও কেহ কেহ চলে যাবে। ওরা কি কালা? মা, আমি বাক্যবিহীন। তোমার সহিত দ্বার বন্ধ করে কথা কহিব, অবিশ্রান্ত অখণ্ড তরঙ্গরা[illegible]র ন্যায়, সচ্চিদানন্দের লহরীর ন্যায়। এখন যাহা লোকে নব বিধান বলে তাতে আধমরা ভগবান্। তোমার সঙ্গে শোব, খাব, আর তোমার স্বর্গে ছাপান সংবাদ পত্র পড়িব। এই দেখা আর শুনা, এই করে তোমাকে বেঁধে রাখিব। হে প্রভু, আমি সাক্ষী করিয়া পৃথিবীকে বলিব, দেখিয়াছি, কথা শুনিয়াছি। আমি বলিব, আমার বন্ধু ভ্রাতা সকলে বলিবে। সাকার হইতে নিরাকার উজ্জ্বল। প্রকাণ্ড এক ২ কথা, কার সাধ্য বাধা দেয়, অস্বীকার করে? অবিবেকীর চৈতন্য হইল। ভয় নাই, ভগবান্, এই নূতন কথা রাখিয়া যাইব। এ বার দেখিব, শুনিব, বগল বাজাইব, এই নূতন। এমন দেখা এমন শোনা! হৃদয়ের পুতুল ফেলিব না গঙ্গার জলে! মার কথা এমন মিষ্ট, যতপ্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে কোথায় লাগে? মার মুখের একটী সুর সপ্ত সুরের চেয়ে সুমিষ্ট। শোন্ রে ভাই—মত্ত হয়ে যা—একবার শোন্, ঐ রূপ চেয়ে দেখ। আমরা যত দিন বাঁচিব, এই নব বিধানের ভিতরে

বসিয়া অরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়াছি ও তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছি এই বলিয়া তোমার নব বিধানকে পৃথিবীতে জয়-শীল করিব। মা, তোমার সুকোমল শ্রীচরণ আমাদের মস্তকের উপরে স্থাপন কর। মা, তোমার পাদপদ্মে পড়িয়া থাকিব, আনন্দ মুখ দর্শন করিব, কাণ প্রমুক্ত রেখে মার কথা শুনিব। মা, এইরূপে দেখে শুনে অন্তরের অন্তরে স্বর্গের বিমল আনন্দ ভোগ করিব এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থির বিশ্বাস।

৬ই আগষ্ট, সোমবার।

হে প্রেমময়, যদি কখন কোন কারণে সমস্ত জীবন আন্দোলিত হয় তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে ভাল সাধন হয় নাই। যদি বাতাসে গাছের ডাল নড়ে, কিন্তু গাছটি ঠিক থাকে, তাহা হইলে বলা যায় গাছটি ঠিক বসান আছে। শান্তিদাতা, তুমি যে শান্তি দাও, সে শান্তি প্রাণের গভীর স্থানে থাকে। তাহা না হইলে একটু শোক, একটু সামান্য পরীক্ষায় বুক ভেঙ্গে দেয়, উপাসনা বন্ধ করে দেয়, লোকের সঙ্গে চটাচটি করিয়ে দেয়, পীড়াতে মানুষকে জখম করে দেয়; আজও কর্‌ছে। রোগে

বিশ্বাসী অবিশ্বাসী হইয়াছে। তোমার নববিধানেও হই-তেছে। রোগে শোকে মানুষের জীবনতরী কোথায় গিয়া পড়ে। সাধকহৃদয়ে নির্ব্বাণ পাঠাও। দুঃখের জন্যেত জন্মিয়াছি। সুখও নেব, দুঃখও নিতে হবে। কাঁদ্‌ব, অবসন্ন হব, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর, এসব চঞ্চলতা বাহিরে ডাল পালাতে থাকিবে। খুব প্রচীন গাছ যেমন বদ্ধমূল অচল হয়ে বসে আছে, ভগবান্, তেমনি হয়ে বিশ্বাস পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা থাকিব। ঝড়ে কিছু হবে না। একটু মানের হানি হল, একটু মনস্তাপ হল, তার পর ? গোড়াটি অচল রহিল। আমি চাই তোমাকে প্রেম দিব। এমনি করে বিশ্বাসপাহাড়ের ন্যায় থাকিব। ঝড় বলে নড়, পাহাড় নড়েনা। তবে নাকি সংসারে আছি, বাতাসে পাতা টাতা নড়ে। আজ পয়সা গেল, আজ রোগ হল, এই সকল কারণে সামান্য অস্থিরতা হউক, কিন্তু বিশ্বাসীর প্রাণের গভীর স্থান বিচলিত যেন না হয়। ভিতরে সেই রকম করে দাও। এ বিশ্বাস বুড় গাছের বিশ্বাস, বৃদ্ধ সাধকের সিদ্ধ বিশ্বাস, একি টলে ? যাকে নিয়ে গর্ত্তের ভিতর যাব, সেখানে, মা, কিছু গোল নাই। বাহিরে ঝড়, বজ্র। ভগবানের অনন্তকালের সেই নির্ব্বানের মধ্যে ফেলে দাও। এ সকল নিকৃষ্ট শোকের মধ্যে রেখ না, এখন এক রকম গর্ত্তের ভিতরে লয়ে যাও। সেখানে সচ্চি-দানন্দের কাছে বসি। প্রাণেশ্বর, ভগবান্, দয়া করে এই

আশীর্ব্বাদ কর, রোগ শোকের পরীক্ষার ভিতরে পড়িয়াও শান্তি যেন পাই। হে জননি, তোমার সুকোমল সুনির্ম্মল হস্ত আমাদের এই অশান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর। জীবনের মূল বিশ্বাসের পাহাড়ে বদ্ধমূল করে, মার চরণে এই মস্তকটিকে দৃঢ় করে বেন্ধে আর নড়িতে দিব না, এই আশা করে সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার আমরা প্রণাম করি।—[ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগ ও ভক্তিরজ্জু।

৯ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার।

হে পরমপিতা, ভক্তজনসহায়, যে রজ্জুতে বাঁধিলাম সে রজ্জু ছিঁড়িল। ঠাকুর, বিশ্বাস করিলাম এখানে যে রজ্জু বহুমূল্য বলিয়া বিক্রয় হয় তাহা অতি সামান্য। তাই তোমার সঙ্গে যে বন্ধনে বদ্ধ হইলাম, হরি, সে বন্ধন থাকিল না। বাঁধিবার সময় মনে হয়, খুব বাঁধিলাম—আজ যে বুকে বাঁধিয়াছি ভগবানের মুক্তিপ্রদ চরণ, এ যাবে না— এবারকার বন্ধনটি সার, সুদৃঢ়, চিরস্থায়ী। কিন্তু যাই সংসার আসিয়া টানাটানি করিল, পুট্ করিয়া বন্ধনটী ছিঁড়িয়া গেল। তুমি যেখানকার সেখানে, আমি দুইশত হাত নীচে। এইজন্য যোগের পর বিয়োগ। খবর পেয়েছি

এক সঙ্কেত আছে, যে দুটি বন্ধন স্বর্গ হইতে আসে হাটের দিনে—শুভ মঙ্গলবারের হাটে, সে দুটি রজ্জু যদি পাওয়া যায় তবেই ভগবানকে বাঁধা যায়। একটি যোগের, একটি ভক্তির রজ্জু, আসল তোমার কাছে থেকে আসে। তাহা যদি কোন রকমে পাই, ভয় ভাবনা হইতে নিস্তার পাই; ছাড়াছড়ি হয় না। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, পাখীর গানের ভিতর দিয়ে, ফুলের গাছের ভিতর দিয়ে তোমার সহিত যোগ। এ যে এক রকম যোগ হল, একি আর যায়? প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ের ভিতর দিয়ে ভগবানকে দেখা যায়। আর হরি, তুমি নাচ, কর্ম্ম কর, বেড়াও, কাঁচের ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়। পাহাড় কাঁচ, গাছ কাঁচ, আকাশ কাচ। আনন্দময়ীর দরশন কেবল ভাগ্যবান্ পুরুষেব কাছেই হয়। কে ভাগ্যবান্? হাটে যে সেই দুই রজ্জু কিনিয়াছে। ভগবানকে সকলে মিলে দেখে ফেল্‌ছে। তোমার লুকাইবার চেষ্টা হোক্ না কেন, তোমার প্রকৃতি তোমাকে দেখিয়ে দিবেই দিবে। যেখানে সেখানে মুক্তিময়ী, প্রাণময়ী ছড়াছড়ি। জগৎভরা জগন্নাথে; ব্রহ্মাণ্ডভরা ব্রহ্মেতে। যত দিন দুটি চোক আছে, নয়ন ভরে তোমায় দেখ্‌ব। বুকের ভিতর, শরীরের ভিতর কাঁচ হয়ে দেখা যাচ্চে। মানুষ কত আর না দেখে থাক্‌বে? দমাস্ করে প্রকৃতির দরজা খুলে গেল, আর জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তোমায় প্রকাশ করিল। যোগেতে লাগে যদি ভক্তি,

সোণায় সোহাগা! যদি হৃদয়টা একেবারে প্রেমে মেতে যায় তা হলেই এ যাত্রায় আর বড় কিছু বাকী রহিল না। মহাদেব থাকিলেই ভূত সঙ্গে থাকিবে। ঐ মহাদেবকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মত্ত, প্রেমে পাগল! যেখানে সেখানে হরি দেখি, কথা কই, হাসি, গাই, আর নাচি। শুক্‌নো উপাসনা আর এজন্মে হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ যে মত্ততা ফুরায় না কেন? যে মজে এ প্রেমে এক দিনও তার উপাসনা কেন শুষ্ক হয় না? সোণার দড়ি বেরিয়েছে, যাহা চায় তাই দিয়ে কিনি। আবার কবে সেই হাট হবে, দুশ পাঁচশ হাজার বৎসর পরে আর একটা বিধান আস্‌বে, অপেক্ষা কত্তে হবে। এই দুই রজ্জু, ভগবান্‌, কিনে দাও। তা হলে বল্‌ব সকলকে, ব্রহ্মের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আর কিছুতেই হবে না। আর যত বার দেখা হবে তোমার সঙ্গে, মদ খাওয়াবে, ছাড়্‌বে না, বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাবে, আমোদ কর্‌বে, নাচ্‌বে সকলকে নিয়ে। এই বাঁধাবাঁধি যাদের হল ভব সমুদ্রের ঢেউকে তারা ফাঁকি দিল। এবার দীনবন্ধু, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আর পৃথিবীর উপাসনার বন্ধনে সন্তুষ্ট না হই। এমন সোণার হাটে দু'টি যে বন্ধন বিক্রী হচ্চে তাই দিয়ে তোমার চরণের সহিত আমাদের বাঁধ্‌ব। মা, আর যাতে বিচ্ছেদ হয় এমন আর হতে দেব না। মার চরণ বুকে চির দিনের জন্য ঐ দ্বিবিধ রজ্জুতে বেঁধে রাখ্‌ব এবং প্রাণমন জীবন তোমার ঐ চরণের সঙ্গে

বেঁধে চিরকাল শুদ্ধ ও সুখী হব মা, আমাদের এই শুভ আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

যোগের অন্ধকার।

১০ই আগষ্ট, শুক্রবার।

হে হৃদয়বন্ধু, হে যোগেশ্বর, অন্ধকার না হইলে হীরকের উজ্জ্বলতা দেখা যায় না। দিনের বেলা রত্নশোভা কে কোথায় দেখিল, ঠাকুর? সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বলতা যে ঢাকিল, দেখা দিল না তো। হে পিতা, আশ্চর্য্য কথা, যে সূর্য্যালোক সকলই প্রকাশ করিল সেই সূর্য্যালোক হীরককে ঢাকিল, ম্লান করিল। পৃথিবীর আলোক নিবাইলাম, অন্ধকার ঘরে থাকিলাম। খাঁটি জিনিষেব জ্যোতি আরও দেখিতে পাই। হৃদয়মণি, অন্য মণি যদি অন্ধকার বিনা না দেখা যায়, তোমায় দেখিব কিরূপে অন্ধকার বিনা? যত বুদ্ধি জ্ঞানের আলোক বাহির করি তত তুমি অন্তর্হিত হইতে থাক। অন্ধকারে, প্রেমমণি, তুমি জ্বলিবে। ইহা ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিবে? বহির্ব্বিষয় সকল আলোক দিয়া শত্রুতা সাধন করিতেছে। বাহির হইতে একটিও আলোক আসিতে দিব না। মায়ার আলো শত্রু, স্ত্রী পুত্র পরিবার পৃথিবীর যত চাক্‌চিক্য জিনিষ সকলই আমার শত্রু। দেখ, হে হৃদয়সখা, কি

গভীর বিরোধ, কি সাংঘাতিক আক্রমণ। সমস্ত নিবাইলাম আবার জেলে দিলে। যত ইন্দ্রিয়কে নির্ব্বাণ করিলাম আবার একটি২ জেলে দিলে। কতকাল এ সকল চক্ চক্ করবে। আমি উপাসনার সময় নিমীলিত চক্ষে পৃথিবীর অসার জিনিষ দেখি.ব্রহ্মমণি দেখি না, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমার কাছ থেকে আমি তো অনেক দূরে রহিলাম। যে উপাসনার সময় স্ত্রীপুত্রকে দেখে আসে, তার কি আর যোগ হয়েছে, না সে তোমায় চিনেছে? যে উপাসনা হইতে উঠে যায়, সে কি তোমায় বুঝেছে? এতটুকুরত্ন খানি বড় নহে! হৃদয়ের অন্ধকার ঘরের ভিতর যেন পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলছে! আর আজ যদি তোমায় দেখি, কাল আরও উজ্জ্বল, ক্রমশঃ উজ্জ্বল অধিকতর হচ্ছে, তাহলে তোমাকে সুলভ করে ফেল্লাম। যে দিন সমস্ত চোক্ নাক্ মুখ হাঁ করে থাক্বে সে দিন আর ব্রহ্মকে দেখ্তে পাব না। কাঁদিয়া বলিব, হে হরি, আজ বুঝি তোমায় আর দেখিতে পেলাম না, বাহিরের আলোক আসিতেছে। আজ, নয়নমণি, কোথায় গেল? হৃদয়ের হরি, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমাদেরই হইবে, হৃদয় ঘর অন্ধকার করে রাখ। ভারি জেল্লা তোমার রঙ্গের, কাল সাটিনের উপর খুব খোলে। চাঁদের জ্যোৎস্না দেখি ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে, দিনে দেখা যায় না। মনের যত কিছু অসার আলোক আছে নিবাইয়া দাও। হে অসার জগতের মধ্যে সার ব্রহ্মধন, ও আলোক না

দেখিলে সকলই মিথ্যা। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পাপ অন্ধকার মৃত্যুভয় হতে রক্ষা পাই। কোটিসূর্য্যবিনিন্দিত মুখ—সেই জ্যোতিতে প্রবেশ করিব। এই অবিশ্বাসীকে আশীর্ব্বাদ কর আর যেন যোগবিহীন না থাকি, যোগনয়নে তোমাকে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে দেখিয়া জীবনকে সার্থক করি।—[ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহজ সাধন।

১১ই আগষ্ট, শনিবার।

হে ভক্তবন্ধু, স্বর্গেতে বেগার নাই, একথা খুব সত্য যত বেগার এই পৃথিবীতে। ধরে বেঁধে পূজা করান, সাধন, প্রেম করান, চোখ বুজিয়ে যোগী করান, কঠোর শাসন করে শুদ্ধ করান, এ সকল পৃথিবীতে। আমরা যেমন সহজে নিশ্বাস ফেলি, স্বর্গের লোকে তেমনি সহজে যোগ করেন। কষ্ট নাই, বড় একটা সাধনের গোলমাল নাই, কষ্টে ভাল হওয়াত নিয়ম নাই। ইচ্ছা হয়, ঠাকুর, এক বার পাশ থেকে দেখী দেবতারা করেন কি। ইচ্ছা হয় প্রাণের ভাই, যাঁরা বৈকুণ্ঠ ধামে গেছেন, তাঁদের সুখের অবস্থা দেখে প্রাণকে সুখী করি। স্বর্গে এমন গাছ নাই যার বীজ পৃথিবীতে পোঁতা হয় নাই। এই বলিলাম, এই দেখিলাম! এই

মাত্‌লাম, এই মাতাল হলাম! আমাদের যদি এ না হল তাহলে তোমায় বেগারের ঠাকুর বল্‌ব। উপাসনার স্থান যদি বেগারের স্থান থাকে চিরদিন, তাহলে তুমি ইহা বন্ধ করে দাও। আর কুড়ি বৎসরে যদি এ না হয়, তবে, শ্রীহরি, আশা ভরসা সব ফুরাবে। উপাসনায় বস্‌লাম; ধ্যানস্থ হতে হবে; ঠাকুর ঠাকুর পঞ্চাশ বার ভাবিতেছি, যোগী হব মনে কচ্চি, অম্‌নি মনে হল—ঐ, আস্‌বার সময় দেখা করে আসিনি, ছেলে গুলোকে দেখে আসিনি! দৈত্য দানব বাড়ী করেছে মনের ভিতরে, ওরা কি চুপ্‌ চুপ্‌ করিলেই থামিবে? একেবারে যে সিদ্ধ অবস্থার সহজ ধর্ম্ম সেত দেখ্‌তে পাচ্চিনে। ফুলটা দেখ্‌লাম, আবার মোহিত হবার দেরী হবে? মাকে দেখ্‌লাম, আর মার পায় প্রণাম কর্‌ব, গড়িয়ে পড়্‌ব কাল সকালে? ধিক্ সে দর্শনকে! এ বেগারেঠেলা প্রেম, যোগ, চিত্তশুদ্ধি দরকার নাই। মার চরণকমল বিস্তৃত রয়েছে, শুয়ে পড়্‌লাম, যোগভক্তি সকলি আসিয়া পড়িল। চিরকালই কষ্ট নেব? যখন মজেছি তোমাতে তখনও এই রকম? সর্ব্বদা মাতৃস্নেহ ক্রমাগত কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। বর্ত্তমান বিশ্বাস কত্তে দাও। পরমেশ্বর,এক মিনিটের ভিতর যোগ সাধন, প্রেমেরে মত্ততা, বৈকুণ্ঠে গমন। হয়তো দাও এই জিনিষ, নয়তো পুরাতন ব্রাহ্মদের উপসনা ফিরাইয়া নাও। মা, কি ভয়ানক ব্যাপার দেখ, একেবারে চারিদিকে ফুল ফুট্‌তে লাগ্‌ল, পাখী

ডাক্‌তে লাগ্‌ল, এইত বৈকুণ্ঠ! এই বসেছি আর অমনি দেখ্‌ছি, এমন উপায় কর দেখি। ,,বেগারঠেলা প্রেম আমি নেব কেন? আমাকে একেবারে মা বলে ডাক্ না, একেবারে মেতে যানা।,, হে জননী, এই ধিক্কার তোমার শোনাও আমাদের। হে মঙ্গলময়ি, তপস্যার কষ্ট আর যত্ন পরিশ্রমের সাধন ত্যাগ করে সহজে তোমাকে মা বলে বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যাব, মা, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।—[ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বস্ব হরণ।

১২ আগষ্ট, রবিবার।

হে হৃদয়রঞ্জন, হে চিত্তবিনোদন, যে ভক্ত প্রথমে তোমাকে চিত্তহারী নাম দিলেন তাঁহার মনে অবশ্যই ভয়ানক প্রমাদ ঘটিয়াছিল। চিত্তহরণ নাম সহজে কেহ কাহাকে দিতে পারে না। সর্ব্বস্ব অপহৃত না হইলে হরণ কথা কেহ ব্যবগার করিতে পারে না। যুগে যুগে ভক্ত তোমায় ভাল বাসিলেন, হৃদয় হরণ কৈ হল নাতো? ভক্তহরণ, যোগীহরণ, গৃহহরণ, প্রাণহরণ এ সমুদায় ব্যাপার কবে পৃথিবীতে সংঘটিত হল ভগবান? কার বাড়ীতে প্রথমে তুমি সিঁদকাটি লাগাইলে? কে সেই ভক্ত যার

বাড়ীর ধন সম্পদ দেখে, ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার মনে লালসা হল? কবে তুমি জীবলোভে লোভী হইয়া জীব হরণ করিতে লাগিলে? যোগ ভক্তি কিছু কিছু বুঝিলাম; কিন্তু সন্তানের ঘরে বাপ চোর, সতীর ঘরে পতির অপহরণের চেষ্টা, দীন কাঙ্গালের বাড়াতে হরি লোভী হইয়া রাত্রিবাস করিয়া সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এ সব রহস্য তো গীতায় নাই, কোথাও লেখা নাই। একটু সুযোগ পাইলেই হরি অমনি আসেন, যা কিছু পান অল্পক্ষণ মধ্যে স্থানান্তর করেন। যার বাড়ীতে যে দিন লক্ষ্য কর আর সে গৃহস্থের গতি নাই। ভয়ানক সতর্কতা অবলম্বন করুন, রেহাই নাই— তাঁর রেহাই নাই। যার উপর তোমার চোক পড়ে নাই সে আছে ভাল, আর যার উপর তোমার লালছ হয়েছে সে গেছে, যেখানেই থাকুক না কেন সে গেছে। সন্ধ্যার সময়টা জাঁক কর্‌ছে আর একটু অন্ধকার হলেই সে গেল। দীননাথ, কি যে প্রেমের চক্ষু তোমার একবার দৃষ্টি দিলেই গেল। এত বড় মহাজন ছিল, কত লোক জন, তালুক, মুলুক - কাল বড় ধনী, আজ ছেঁড়া কাপড় পরে দেখা কত্তে এল। কি হয়েছে? হরি আর তার কিছুই রাখেন নি। "ও'ার যা ছিল সমস্তই নিয়েছে। আমার সংসারে আর একটি কড়িও নাই।" বলিস্ কি ভাই? কাল ছিল সৌভাগ্য, আজ হল এই দশা! "আর ভাই, কি

বল্‌ব। পাঁচ মিনিটের ভিতর এক বার এসে ছুঁলে আর সমস্ত চলে গেল।”

এক বার এস, হরি, সিমলার দিকে। কতকগুলি ধনী আছে, নির্ভয় হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। চিত্তহারী, একবার বিক্রম দেখাও এদের উপরে। পাছে ধর্ম্মের জন্য একখানি কিছু দিতে হয়, পাছে হৃদয়ের একটু প্রেমভাব কাহাকেও দিতে হয়, এরা সদাই ভীত। যথার্থ প্রেমচোর যদি হয়ে থাক, বিলম্ব আর কর না। একবার পাহাড়ে এসে চুরি করে যাও। একবার এস। চিত্তহরণ, একবার এসে বাহাদুরী দেখিয়ে যাও। আমাদের ঘরে যে ভয়ানক সংসারী, বৈরাগ্যের নামটি যার বাড়ীতে নাই, ইচ্ছা হয় তাহার বাড়ীতে তুমি এক বার চুরি কর। আমরা আহ্লাদ করে বল্‌ব—কি ভাই, বড় যে বলে ছিলে “কাহাকেও আসতে দিব না।” সমস্ত রাত্রি যে ধন সম্পত্তি নিয়ে জেগে ছিলে. এখন কি হল? ব্রাহ্মদের মধ্যে শেয়ানা লোক এমন অনেক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, হরি, একেবারে তাহাদের যা আছে সমস্ত তুমি নাও, কিছু রেখ না। একেবারে নিঃস্ব করে দাও তাদের। কবে আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে হরি চোর এসে নিঃস্ব করে দেবে? সমস্ত জানালা খুলে দেব, আর ভয়ানক অন্ধকার যোগরাত্রিতে চুরি কত্তে এস। সমস্ত প্রাণ মন ছাদের উপরে রেখে দেব, নিয়ে যেও। বড় বড় মহাজনের বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে। আমরা গোটাকতক

কাঙ্গাল, আমাদের অসার প্রাণের উপর তোমার লোভটা পড়ুক। দীনবন্ধু, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর আর সংসারের আসক্তি রাখ্‌ব না, সমস্ত ছেড়ে দেব, যা কিছু আছে সমস্ত হরি কেড়ে নেবেন, নিঃস্ব হয়েছি বলে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ব। (ক)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরসুখ।

১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার।

হে প্রেমানন্দ, হে গভীর সুখ, এ ধর্ম্মে স্বর্গ নগদ, ধারে নয়। সাধনত কেবল তপস্যা নয়, এ ধর্ম্মে সাধন আনন্দ। আমি এখানে কেবল তোমায় ডাকিয়া গেলাম, অন্য লোকে উত্তর পাব। ভক্তপরিতোষের জন্য অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তুমি প্রেম দান করিতেছ। দীনেশ্বর,জীবের দীনতা দূর করিবার জন্য নগদ দিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছ। অতি অধম আমরা, আমাদের জন্য যখন এত সুবিধা করিয়াছ, উৎকৃষ্ট জীব যাঁহারা তাঁহাদের জন্য তা হলে কতই সুব্যবস্থা। যদি নয়নতারা কেহ তোমায় বলিল, বুঝাল যে নয়নের সুখ যে কি তাহা সে বুঝিয়াছে। হে ঈশ্বর, আর এখন হতে কেবল কঠোর তপস্যা নয়, আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকিব তোমাকে লয়ে। যে বলিবে, আছ কেমন?—

বলিব, মুখ দেখিয়া ঠিক কর। একটি প্রকাণ্ড সুধাসাগরে যত ভক্তদিগের হাত ধরিয়া কেলি করিব, ইহ পরলোকের সুখ সম্ভোগ করিব। আর যত নীচ উঞ্ছ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দাও। যখন টান পড়েছে, যখন ভক্তিনদী এক-টানা ভাঙ্গার মত হয়েছে তখন আর ত সে দিন মনে থাক্‌বে না। ভাদ্র মাসে কি আর সে ভাব্‌বে ভাঁটা আস্‌বে কখন, বাতাস অনুকূল হবে কখন? এ সকল ভাবনা কি ভক্ত ভাবেন? এ আনন্দবৃন্দাবন হতে বিচ্যুতি হবে না। ভক্তদের সঙ্গে বুকে বুকে আলিঙ্গন, এ আর থামিবে না। এ নদী চলুক, চলুক। দয়া কর, ঠাকুর, কোন উপাসক যেন মলিন বদন দেখাইয়া মনুষ্যের মনে শেল বিদ্ধ না করে। আনন্দময়ি, আনন্দরথে এস, আনন্দের বাজার খোল। দুঃখ যন্ত্রণাকে চির দিনের জন্য ফাঁকি দিয়ে চিরসুখে সুখী হই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়ে দুঃখ গেল, সুখ এল, সুখেতে পাগল হয়ে তোমার কাছেই পড়ে থাক্‌ব এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুরের মিল।

১৫ আগষ্ট, বুধবার।

হে বিনীতবৎসল, হে আত্মার চিরসুমিষ্টতা, অনেক সুরে মন খারাপ হইল, হৃদয়যন্ত্র সুখদায়ক হইল না।

মনুষ্যজাতির এই আক্ষেপ, যখন সংসার করে তখনও সতের আনা সুর, আর যখন পূজা করে তখনও সুর ঝগড়া করে। প্রত্যেক লালসা আপনার একতারায় আপনার সুর চড়ায়। এ কেবল, ঠাকুর, সংসারে নয়, উপাসনার সময়েও মানুষ বুঝিতে পারে। তুমি ধরেছ এক সুর, আমরা ধরেছি অন্য সুর। দুই বাজিয়ে এক সুরে না বাজালে কখনও মধুর আলাপ হয় না। তুমি যখন যাও পূর্ব্ব দিকে আমি তখন যাই পশ্চিমে। তুমি যখন ধর নরম সুর, আমি এমনি অজ্ঞান মূর্খ, ঠিক সেই সময় আমার যত দূর চড়া সুর আছে তাই ধরি। গভীর যোগী যিনি তিনি তোমার কাছে নির্জ্জনে বসে সুর ঠিক করেন। লালসাগুলির কাণমলে তোমার সঙ্গে সুরের ঠিক মিল হল দেখে ছেড়ে দেন। মা, তোমার সুর বল্লেও হয় আর তোমার ছেলের সুর বল্লেও হয়। পিতা পুত্রে মিলন হবে। তোমার সুর ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধ সুর দোরস্ত হোক্। বাড়ীতে ছেলে পিলের গোল, বাহিরে গেলে লালসার গোল। এই জন্য ইচ্ছা হয় যোগতন্ত্রী ধরে তোমার সঙ্গে সুরে মিলিত হই। যদি ঢোল বাজাই, তোমার হাত আমার ঢোল বাজাক্। আর যদি আমার সেতার হয়, আমি ধরে থাক্‌ব, তোমার হাত পিড়িং পিড়িং করুক আমার সেতারে। ঐ যে মজার একটি সুর আছে যাতে জীবের পরিত্রাণ হয়, ঐ সুর ছড়াছড়ি পৃথিবীতে, কাণকে স্তম্ভিত

করে রেখেছে। প্রাণটী একতারা, এক সুরে। পরিত্রাণে দুইটা সুর নাই। যে ওতে অন্য সুর মিশায় সে গাধা। মনে করে সে সুর বোঝে। বংশীধর, সদা কাছে বসে মনোহর বংশীধ্বনি কচ্ছ,কে বা শোনে! বাজারের গোল-মাল, লালসার হট্টগোল, কত কাল আর তোমার সুরটিকে ঢেকে রাখবে। সংসার ভোর ঝঙ্কার নিস্তব্ধ হোক। মা হিমালয়েতে বসিয়া একতারা বাজান, আমরা শুনে যাই। ভগবতি, বাড়ী গিয়ে গল্প করব, সুর শুনেছি। আর যার সঙ্গে মিলবে না তার কাণ মলে সুর ঠিক করে দেব, বল্‌ব "বস্ দেখি এক বার সুরটা মেলাই। সুর ঠিক না হলে আরাধনা ধ্যান কিছুই হয় না। মনে কল্লে দুই ঘণ্টা পরে উঠিয়া গিয়া বড় উপাসনা হল, কিছুই হল না।" এ গোলমেলে লোক তাড়িয়ে দাও, এই সংসারে শব্দ নিস্তব্ধ হোক, তুমি উপাসনার সময় বীণা বাজাও। যখন ঠিক সুরে সুরে, প্রাণে প্রাণে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিল তখন আর তপস্যার দরকার নাই। সরস্বতীর বাড়ীতে নাকি এক দণ্ডের জন্যও সুর থামে না। মা, সুপ্রসন্ন হয়ে এই সকল বিজাতীয় সুরকে তোমার সুরে মিলাইয়া লও। যত রকম বিরোধ আছে সকল মিটিয়ে নিয়ে, তারে তারে একসুর করে পৃথিবীতে চিরসুখী হতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন।

১৬ ই আগষ্ট. বৃহস্পতিবার।

হে দয়াল. হে প্রকৃতিপতি, এই যে তোমার বিশ্ব ইহা মানুষকে নাস্তিক করে, আবার মানুষকে আস্তিকও করে। এই বিশ্ব দেখে চক্ষু• ক্ষরে যায়, যে টুকু আস্তিকতা ছিল তাহাও চলে যায়। আর এই তোমার বিশ্বমন্দির দেখিতে দেখিতে কাহারও স্বর্গ ভোগ হয়। তুমি বলিলে, "জীব আমি তোমাকে একটি নূতন বাগান দি।" দরজা বন্ধ, কি হবে? বলিলে, "রত্ন পোরা আছে, এই বাক্স দিলাম।" কিন্তু চাবি নাই,—কি হবে? যায় জীবন যোগনয়নবিহীন, হে ঠাকুর, তাকে যদি বল্লে নববিধান এয়েছে, তাহার কাছেত সকলি পুরাতন। চাবি বন্ধ, কি কর্‌বে সে? বাক্সটী পেয়ে মানুষ হাসে, কিন্তু হাসি কান্নাতে পরিণত হয় যখন দেখে চাবি নাই। অ র সে হাসি দশগুণ বাড়ে যখন বাক্স খুলে গহনা পোরে স্বর্ণালঙ্কারের অধিকারী হয়। ও হিমালয়, তোমার দেবীকে খোল। ছয়মাস কত প্রার্থনা করিল, নিষ্ঠুর পাহাড় বুকের ভিতরে দেবীকে লুকাইয়া কিছুতেই বাহির করিল না। কত লোক পাহাড় দেখ্‌ছে, আর কাণা তথাপি। পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, টিব্বায় উঠিলাম, খড়ে নামিলাম, কৈ দেবীকেত কোথাও দেখিলাম না। যখন যোগের অবস্থায় বলি, পাহাড়, খুলে যাও, আমার দেবীকে

বাহির কর, অমনি ঝণাৎ করে পাহাড় খুলে গেল, দেবী দেখা দিলেন। যখন পাহাড়ে দেখলাম, তবে জলে কেন দেখ্‌ব না? পাথরের দরজা খোলা বড় শক্ত। যেমন প্রকৃতি তেমনি প্রকৃতিপতি, এখানে দুইজনেই বিরাজ করিতেছেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈলাস কোন স্থান?" আমি হাসিলাম। কৈলাস যে সকল হিমালয়। পাথর চাপা। এ পাথর সরায় কে? এ পাথরের দরজা খোলে কে? খোলে যোগী, আমাদের মত নববিধানীরা। এই দুর্গোৎসবের সময় তুমি দেখা দিবে। এই কৈলাসে তুমি লুকিয়ে রৈলে। এক বার, ঈশ্বরি, কাছে যেতে দাও মো। অরণ্যে রোদন অপেক্ষা পাহাড়ে রোদন কষ্টকর। আর হল না, হল না। তপোবনে, অরণ্যে, সহরে কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু পাহাড়ে কি করে তোমাকে দেখা যাবে। কিন্তু নূতন সময় এয়েছে। তবে, হিমালয়, খোল দ্বার। আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। একবার দেখাবেই দেখাবে। সেই কৈলাস পর্ব্বত দেখিলাম, মার পরিবার এখানে আছেন, কিন্তু গুপ্ত। শাণিত ক্ষুরধারের মত যে দৃষ্টি তাহাতে দরজা কেটে যাবে, আর প্রকৃতিতে দেবী দেখা যাবে। সমস্ত তোমার যোগী সন্তানেরা তোমাকে পাহাড়ে গিয়া ধরেছিল। হে করুণাময়ি, একবার খুলে দাও প্রকৃতির দ্বার। যেরূপ দেখে সাধু পাগল হল, সেরূপ দেখে অসাধুও যেন পাগল হয়। অন্ধকারের

মধ্যে পড়ে কোথায় দেবী বলিয়া না কাঁদি, কিন্তু সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে তোমার অপরূপ রূপ দেখে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, আজ আমাদের এই শুভ আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের দিন।

১১ ই জুলাই, বুধবার।

হে দীনবন্ধু, হে ভক্তসহায়, আমার মনেই বা এত আশা এত আনন্দ হইতেছে কেন, আর অন্যদের মনেই বা এত অন্ধকার এত নিরাশা আসিতেছে কেন? ভগবান্, আমি বলিতেছি সকাল হইতেছে, তারা বলিতেছে রাত্রি হইতেছে। আমি বলিতেছি, ঠাকুর, স্বর্গরাজ্য দেখা দিতেছে, তারা বলিতেছে স্বর্গরাজ্য দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি বলিতেছি এইত আমোদ করিবার সময়, তারা বলিতেছে এইত কাঁদিবার সময়। পিতা এ মত ভেদ কেন? আমার কথা মিথ্যা না তাহাদের কথা অমূলক? বিশ্বেশ্বর বিশেষ করিয়া এ বিষয় শিক্ষা দাও। স্বর্গে যাবার সময় যদি সকলে বলে গেলাম মরিলাম শুনে প্রাণ যে চমকিয়া উঠে। একি? স্বর্গের দ্বার খুলিল, কোথায় আমরা সেখানে গিয়া সুখী হইব, না কান্না? স্বর্গের প্রস্তাব হইল না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া! উৎসবক্ষেত্র না শ্মশান! মা জননী, আমি

তোমার কাছে যাহা শুনি তাই বলি, তোমার উৎসাহে উৎসাহী। আমার প্রাণের হরি, আমার বয়স বাড়িতেছে, আমার বিশ্বাস বাড়িতেছে। আগে আমি, মা, তোমাকে কেবল উপাসনায় দেখিতাম, এখন আহার স্নানে এখানে ওখানে তোমার সঙ্গেও আলাপ হয়। আমি বলিতেছি ছেলে মেয়ে সব সুখী হও, বর আসিতেছে। ঢাক বাজাও, ওরা কাঁদে কেন? দেবী, বিয়ের ঘরে কাঁদে কেন? রোদন কেন, হাহাকার কেন? উঠ, গান গাও, সতীর বর আসিতেছে আনন্দবর্দ্ধনের জন্য, হরি, আমার দ্বারা কি হতে পারে? তুমি এস, কান্না থামাও। মা, আনন্দের দিন এল, সুখ এল, অন্যেরা কেন বলে না? কাঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুদের বনিবনাও হল না কেন? হরি, কি দোষে দোষী হলাম তব চরণে? সুখের দিনে কোথায় হাসিব, নাচিব, না এ কি হল? যাও, নিরাশা যাও। আমার স্বর্গ আসিতেছে, আমার সোণার ভগবান্ সোণার রথে চড়িয়া আসিতেছেন, আমি কেবল এই বিশ্বাস করিব। হরি হে, দয়া কর, এই সুখের সময় সকলকে সুখী কর। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, নর, নারী সকলে এই সুখের কাপড় পরিয়া আমোদ করুক। মা, বলিয়া দাও, এই সুখের দিনে যে আমোদ না করিবে তাহাকে আমি নিরপরাধী মনে করিব না। সকলকে প্রেম-সুরা পান করিয়া দাও। সকলকে বিশ্বাসী করিয়া দাও, লালেলাল করিয়ে দাও। মা এই আশীর্ব্বাদ কর যেন এই

সুখের দিনে সকলে মিলে উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতনত্ব।

১৫ই জুলাই, রবিবার।

হে দীনবন্ধু, হে হৃদয়ের নূতন রত্ন, বর্ত্তমান সময়ে তুমি যাহা দেখাইতেছ ইহা নূতন। চক্ষের পক্ষে নূতন, হৃদয়ের পক্ষে নূতন, আমাদের প্রতিজনের পক্ষে নূতন, ভারতের পক্ষে নূতন, পিতা, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে নূতন। কি নূতন? বল ভগবান্ কি নূতন? সকলেই বলে ধর্ম্ম নূতন। কিন্তু কি নূতন? কথা বলিতে গেলে মনের দরিদ্রতা প্রকাশ পায়, ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। যদি তোমার নববিধান প্রকাশ করিলে, বল এ বর্ত্তমান বিধিতে কি নূতন? কিছু জানে না, কি নূতন, হরি? সমুদয় নূতন। কিন্তু কি নূতন? হরি নূতন, পূজা নূতন, নাম নূতন, সাধন নূতন, জল নূতন, বায়ু নূতন, পাহাড় নূতন, সমস্ত নূতন, আর পৃথিবী নূতন, স্বর্গ নূতন। এই পর্য্যন্ত? আর কি? ঈশা নূতন, মুষা নূতন, শাক্য নূতন, গৌরাঙ্গ নূতন। বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণ সমুদায় নূতন। আর কি, হরি? পিতা, মাতা নূতন, ভাই ভগিনী নূতন, পুত্র কন্যা নূতন, স্বামী স্ত্রী নূতন,

ভৃত্যেরা নূতন, প্রভুরা নূতন। হে পরমেশ্বর, বাহিরের সমস্ত নূতন, ভিতরের সমস্ত নূতন। এই যাবতীয় নূতন একতা করিলে কি হয়? নূতন বিধান। যার পিতা, মাতা, ভার্য্যা পুরাতন তারা কখন নববিধানবাদী নহে। কিন্তু সমুদয় যাব নতন সেই, হে ঈশ্বর, তোমার নূতন বিধিতে দীক্ষিত। হে প্রেমময়, যখন তুমি সেই ঈশাকে জর্ডন নদীতে স্নান করাইয়া দেবনন্দন হইতে আদেশ করিলে, তখন কত আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। যখন তিনি স্নান করিয়া উঠিলেন, দেখিলেন আকাশ খুলিল, স্বর্গ দেখা দিল। তখন তুমি বলিলে, "হে পুত্র আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম।" যদি এই গঙ্গা যমুনার জল আমার কাছে পুরাতন হইল তবে কেন আমি জন্মিয়া মরিলাম না? আমি সেই পুরাণ বাড়ীতেই থাকি, আমি যে গেলাসে জল খাই তাতে হরি লেখা নাই, আমি যে থালে ভাত খাই তাতে হরির নাম নাই, আমি যে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি সকলি পুরাতন। তবে, হে নববিধান, বিদায় দাও। প্রবঞ্চককে তুমি রাখ না। তুমি এ সকল লোক লইয়া কিছু করিতে পারিবে না। তুমি চাও সকল সরস তেজাল, আমরা সব নববিধান মানি কিন্তু কৈ ঈশার মতন আকাশ দেখি নাই। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে বলিতে পারে, এ থালা ছিল পৃথিবীর, আমি এই থালা হরির নামে করিলাম। কে বলিতে পারে, আগে পূর্ব্বপুরুষেরা অন্ন

খাইতেন আজ আমি ব্রহ্ম অন্ন খাইব। এ নববিধানে প্রবঞ্চকেরা থাকিতে পারে না; এ নবীনের ঘর প্রাচীনের ঘর নয়। নবীন হয়ে নবীন হরির সেবা করিতে হয়। এখানে সকলে এস। গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত নবীন। পুরাতন নৃত্য এখানে হবে না। যে টাকাতে হাত দেয় প্রাচীনের মত, সে হরির ঘরে, কুবেরের ভাঁণ্ডারে, ডাকাতি করে। এখানে সব নবীন। হরি, আমাদের এই নবীন ধর্ম্ম শিখাইবে কি? সমস্ত পৃথিবী নবীন। সে সূর্য্য চন্দ্র আর নাই; নবীন সব। যোগ নবীন, সাধন নবীন, নূতনতা উদ্যানে। নবীন হরির সেবা করিব, থাক্‌ব না আর পুরাতন সংসারে। হরি, রক্ষা কর, পুরাতন দুর্গন্ধ সংসার হইতে রক্ষা কর। সুগন্ধ নূতন সংসারে লইয়া চল। নূতন সাহস দাও, বল দাও। নদী হইতে উঠিয়া যেন দেখিতে পাই সে আকাশ আর নাই, নূতন আকাশে হরিচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। যদি তা না হয়, তবে সব পুরাতন, স্বর্গও পুরাতন। হে নবীন প্রেমের আকর, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন পুরাতন, নীরস, সংসার,দুর্গন্ধ নিরুৎসাহ দূর করিয়া দিয়া নবীন হরির নবীন ঘরে নবীন প্রেমে মত্ত হইয়া নবীন পরিবার হইয়া সুখী হইতে পারি। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পূর্ণ সাধন।

১৯ এ জুলাই, বৃহস্পতিবার।

হে কাতরশরণ, হে ভক্তের হরি, এক জন তোমার ভক্ত হয় ইহা সহজ, সপরিবারে তোমার ভক্ত হয় ইহা কঠিন, সদলে তোমার ভক্ত হয়, ইহা আরও কঠিন। পিতা, এক-জন কোন রকমে তোমাকে জানিয়া শুনিয়া তোমার প্রেমে মজিল। তাহাতে কি হল? ঘর সংসারে জঞ্জাল করিয়া রাখিল। স্বার্থপর হইয়া তোমার ঘরে বসিয়া হরিনাম সাধন করিতে লাগিল। সে কিরূপে শ্রদ্ধেয় হইবে? অল্প বিশ্বাসীকে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে দাও না। চাও তুমি, সুপ্রসন্ন ভগবান্, পরিবার সব তোমার হয়, সব কাজে তোমার নাম হয়, সব বস্তুতে তোমার অধিষ্ঠান হয়, আর সমস্ত দিন সমস্ত বৎসর তোমার সাধন হয়। সেইটি হলে তোমার সাধ পূর্ণ হয়। যদি ভাল করিয়া না খাই-লাম, স্নান না করিলাম হরি নামে, তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট হও? হও না ত? খাইব, নাইব, শুইব, সব হরিতে, তা হলে তোমার মনটি প্রসন্ন থাকে। দয়াল, যদি তোমার কাছে একটিকে আনি, দুইটি ছেলে রাখিয়া দুইটিকে আনি, মেয়েটীকে রাখিয়া স্ত্রীটীকে আনি, তোমার বিরক্ত মুখ বলে "লইব না।" যদি পরিবারটি আনি, তুমি বল "দলটি কৈ?" প্রাণান্ত হইল এই ভজন সাধনে! জগদীশ, পূর্ণ

সাধন হইবে কবে? উপাসনার ঘরে কেবল হরিনাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, আর সব দেয়াল খালি রহিয়াছে। তোমার মন কিছুতেই উঠে না। সব ঘরে বিশ্বাসের পিটুলি দিয়া লক্ষ্মীচরণ আঁকিয়াছি, কেবল দুইটা ঘর খালি রহিয়াছে, তুমি বলিলে আমি ও বাড়ী যাব না, ও যে লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী। প্রেমিকের ধন, তোমাকে ষোল আনা প্রেম না দিলে কিছুতেই তোমার মন প্রসন্ন হইবে না। আমার ভগবান্ তষ্টিদার, পূর্ণ করিয়া না নিলে ছাড়্‌বেন না। সাড়ে পনর আনা দিলে দুই পয়সার জন্য তুমি ধস্তাধস্তি কর। সমস্ত যে তোমাকে দিতে হইবে। বিশেষ আমার সব জিনিষ তোমাকে আগে দিতে হইবে। আমাকে যে তুমি ঢের দিয়াছ, আমি যদি কম দিই অন্যে যে আরও কম দিবে। পিতা, এ বাড়ীতে যেন আর ঝগড়া না আসে। যে দিন প্রলোভন স্বার্থপরতা আসিবে সে দিন শয়তান রাজা হইবে, আর ভগবান্ পাশ দরজা দিয়া চলিয়া যাইবেন। ভগবান্, যদি তোমার ধর্ম্ম লইয়াছি তবে পূর্ণ সাধন করিব। যে বাড়ীতে লোভ আর রাগ সর্ব্বদা থাকে সেখানে তোমাকে কখন পাইব না। হে দেব, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই পরিবার, এই টাকা কড়ি, সব তোমার চরণে দিয়া সকল জিনিষে তোমার নাম অঙ্কিত করিয়া সুখী হই। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বন্ধন।

২২এ জুলাই, রবিবার।

হে প্রসন্ন ভগবান্, হে মুক্তিদাতা, অবিদ্যা আমাদিগকে মুক্তি দিল না, স্বেচ্ছাচারী করিল। আমরা স্বেচ্ছাচার চাই না, মুক্তি চাই। কিন্তু যখন ভাবি মুক্তি কি? তখন দেখি এক রকম বন্ধন। ইহাত মুক্তি নহে, ইহা যে বন্ধন। যত ব্রাহ্ম আছে, ইচ্ছা হইতেছে, মহাপ্রভু, তোমার আজ্ঞায় ইহাদের বাঁধি। ইহাদের যৌবনে বাঁধি, ধর্ম্মে বাঁধি, সংসারে বাঁধি, কর্ম্মে বাঁধি। ইহাদের অষ্টবন্ধনে বন্ধন করি, তবেই সাধ মিটে নতুবা, পরমেশ্বর, দলপতি হইবার কোন সুখ নাই। এই সব, হে ভগবান্, ভারতবর্ষের চারিদিকে বেড়ায়। ইহারা ধর্ম্মকর্ম্ম মানিবে না পলায়ন করিতে চায়, দুঃখ হয়, পরমেশ্বর, ইহাদের কি হবে। ইহাদের ডানা দিলে স্বর্গে যাইবে না, ইহারা সেচ্ছাচারী হয়ে বেড়াইতেছে। এই ত মানুষের গৌরব, যে প্রেমময়ের প্রেমে বন্দী হইয়া থাকিতে পারে! ব্যাভিচারী কি আমাদের আদর্শ হইল? সতী বলেন বদ্ধ থাকিয়া তিনি বড় সুখী। সতীত প্রেমে বদ্ধ তাই তাঁর এত সুখ। যে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার সুখ নাই, কত লোক অন্যের বন্ধনে বাঁধা আছে। হরি হে, কোথায় আসিলাম, অসতীর দেশে? পিতা ইহারা এখন

মরে নাই, ইহাদের বুকে পাথর চাপা, মাথায় শাসন চাপা। আমরা তোমার কয়দিখানায় থাকি। তুমি যা বলিবে তাই বলিব, যা করাবে তাই করিব। আর কিছু চাহি না, ভক্ত-বৎসল, আর কিছু চাহি না মুক্তিও চাহি না, কেবল তোমার প্রেমে বদ্ধ থাকিব, প্রেমময়, তোমার প্রেমে এমনি মত্ত হইব যে আর বাড়ী ছাড়িতে পারিব না। যাহারা হরিপ্রেমে মত্ত তাহারা আর কোথাও যায় না। আমাদের এমনি হবে যে দিন, চারিদিকে হরি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না। সকালে উঠিয়া দেখিব প্রেমের কারাগার। হে ঈশ্বর, কয়টা ব্রাহ্ম তোমার বন্ধন লইয়াছে? কেবল বলে এটা করিব, ওটা করিব। যে তোমার দাস সে কোথাও যায় না। আমরা যদি বলি বন্ধু, এই সুখের বাগানে এক বার এস, তিনি বলেন—আমার হরি কি কোথায় যেতে দিবেন, এই দেখ না এক শত দড়ি দিয়া বাঁধা। আমরা বলিলাম এই বই খানা পড়, তিনি বলেন—ভগবান্ ভাগবত ছাড়া আর কিছু আমাকে পড়িতে বারণ করিয়াছেন, যদি পড়ি তিনি প্রাণে ব্যথা পাবেন। আমরা বলিল'ম, ভক্ত! একটু সংসারের সুখ পাইবে এস, তিনি বলেন—আমার হরিপ্রেমসুধা পান ছাড়া আর সুখ নাই। ভগবান্, এই তোমার মানুষ। হরি হে, দয়া কর, দয়া কর, ভয়ানক স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা কর, সংসারের সহস্র বন্ধন ছেড়ে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধ। হরিপ্রেমরস পান করাও, হরি সঙ্গে বন্ধন কর। এইবার উৎসব

আসিতেছে তাহার আগে এই কর যেন আমাদের নিজ নিজ ইচ্ছা ছাড়িয়া তোমার কাছে থাকি। যখন ফুলের মধু মধুকরকে মত্ত করে, সে আর কোথাও যাইতে পারে না। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। দয়াময়, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন সতীর মত তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া তোমার পাদপদ্মে চিরবন্দী হইয়া পড়িয়া থাকি। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি

মত্ততা।

৪ঠা আগষ্ট, শনিবার।

হে চিদানন্দ, হে সুশ্রী ভগবান, তোমার প্রেমমুখ কি যথার্থই কোন ভক্ত দর্শন করিয়াছেন? এই পাহাড়ে আসিয়া কি কোন যোগী প্রেম ভক্তিতে নয়নকে অনুরঞ্জিত করিয়া তোমার মুখ দেখিয়াছেন? পুণ্যের আগুন পাপচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় তোমার কাছে যাইতে ভয় পায়। এক মুষা কেবল তোমার কাছে গিয়াছিলেন আর সহস্র সঙ্গী পর্ব্বতের নীচে বসিয়া রহিলেন, তোমার দেখা পাইলেন না। হে ঈশ্বর, ইহা সত্য তোমার মুখ কোটি সূর্য্যের মত, আমার মলিন চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। পৃথিবী ইহার মানে জানে না, কিন্তু

যেন এই কথাটা পৃথিবী জানে মার কাছে যাওয়া যায়। ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না কিন্তু প্রেমময়ী মার কাছে যাওয়া যায়। পিতার দরজা বন্ধ, মার দরজা খোলা। সূর্য্যের প্রখর দিকে তাকান যায় না, কিন্তু চাঁদের দিকে তাকাইলে আর অন্য দিকে চক্ষু ফিরান যায় না। সূর্য্য বলে চলিয়া যাও চলিয়া যাও, চাঁদ বলে আয় আয়। হে ঠাকুর, তোমার কাছে আমার বক্তব্য এই যে, অসহ্য প্রেম কিন্তু আর সহ্য হয় না। প্রেম কাঁদিয়ে মারিয়ে ফেলে। চাঁদ যদি পাগল করে তাহা হইলে তোমার প্রেমও পাগল করে। পাপী, মার কাছে যাও। আমিও ব্রাহ্মদের যে মা তাঁর কাছে বস্‌তে পারি কিন্তু ঐ যে আসল মা হিমালয়ের উপরে বসিয়া আছেন, যাঁহার রূপে সমস্ত পৃথিবী স্বর্ণময় হয় তাঁহাকে আমি ভাব্‌তে পারি না। যে দিন তাঁহাকে ভাবিব সেই দিনই যথার্থ স্বর্গ লাভ করিব। সকলে অমনি একটি একটি শান্ত মার ছবি লইয়া যাইতেছে কিন্তু মার কান্না রোদন ত শুনিতে পাইতেছে না। পৃথিবীর মা যদি সন্তানের জন্য কাঁদে পাড়ার লোক সে কান্নায় কাতর হয়। মার প্রাণের গভীর স্নেহ যদি ক্রন্দনে বাহির হয় তখন কাহার সাধ্য সে কান্নার কাছে দাঁড়ায়? এইত পৃথিবীর মার। আর জগৎ মাতা, যখন আমার হস্ত ধরিয়া, দাড়ি ধরিয়া, বল—আমি তোকে এত দিলাম, তোর জন্য এত করিলাম, তবু তুই আমার কাছে এলি নি? এই বলিয়া যখন

তুমি কাঁদ আমি আর থাক্‌তে পারি না। হে প্রেমময়ী, হে আনন্দময়ী, তোমার কান্না পৃথিবী শোনে নি; যে দিন তোমার কান্না শুন্‌বে সব তোমার প্রেমে পাগল হইয়া যাইবে। যখন সব পাগল হইয়া ঈশা, মুষা, শাক্য সব কাঁদবে আর তাহার সঙ্গে, মা, তোমার হৃদয়ভেদী বিলাপধ্বনি শুনিব তখন, হে প্রাণেশ্বরী, কে আর স্থির হইয়া থাকবে? আমাদের জন্য তোমার এত কেন? জননী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার দুঃখ হইল? আমাদের জন্য এত দুঃখ? পামরগুল বলে যে মার কাছে উপাসনা করা খুব সুখ। হে পরমেশ্বরী, পামরগুলকে এক বার এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কান্না শুনিয়া পাগল হয়। যে আমার মাকে দেখিয়াছে আর পাগল হয় নি, সে ত প্রেমময়ী তোমাকে দেখে নি। আমি একবার ঐ ঘোম্‌টা তুলিয়া দেখ্‌তে গিয়া আমার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতেই তোমাকে দেখা ভাল। হে করুণাময়, প্রেমের বন্যা যখন আসিল তখন আর আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, আর আধখানা মাকে লইয়া থাকিতে পারিব না। প্রেমময়ী, আর তোকে অবহেলা কর্‌ব না। তোকে আর এমন করিয়া রাখিব না। মা পাগলিনী, পাগল করিয়া দে না। মা, আমি তোর হব—নিশ্চয়ই হব। এই বল যে, আর কাঁদবে না। মা প্রেমময়ী, তোমার সোণার রূপ খানি খুব দেখিব, তোমার রোদন খুব শুনিব, শুনিয়া তোমার

প্রেমে পাগল হইয়া তোমার চরণে মরিয়া যাইব এই আশার্ব্বাদ কর। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধন।

১৭ই আগষ্ট, শুক্রবার।

হে মঙ্গলময়, হে হৃদয়ধন, যখন মানুষ, ভগবান্, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা, অধমতারণ, এ সমুদায় সম্বোধন ছাড়িয়া তোমায় কেবল 'ধন' বলে তখন বুঝ্‌তে পারি আসল বস্তু তাহার দখল হইয়াছে। যত ক্ষণ ধন অন্য দিকে তত ক্ষণ ব্রহ্মলাভ হয় না ত। যত ক্ষণ ইন্দ্রিয় ধন, মন ধন, বুদ্ধি ধন, রুচি ধন, এই সমুদয় থাকে তত ক্ষণ সে প্রবঞ্চক যে তোমাকে বলে—"আমি ভালবাসি।" আমি সে ভালবাসা মানি না, আমি হরিধনপূজা মানি। কি কি ধন চাই, ঠাকুর, আমাদের এ পৃথিবীতে? অন্নধন, না হলে মানুষ বাঁচেনা; বারিধন, না হলে তৃষ্ণায় মানুষ মরে; টাকাধন না হলে স্ত্রী পুরুষের কষ্ট দূর হয় না; আর স্বাস্থ্যধন। তোমাতে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা ধন পেয়েছি কি না। আমাদের আহার, পান, সুস্থতা, বল তোমাতে পাওয়া যায় কিনা বল? বাহিরে মিষ্ট হলে কি হয় নাথ? উপাসনা লম্বা করিলেই বা কি হয়? তার আঁটি

টক, হাড়ের ভিতর রোগ, দরিদ্রতা, অন্ন জল কষ্ট। দুঃখ দারিদ্র্য যদি রহিল, হাজারই ধার্ম্মিক হোক, সে কখন সুখী হতে পারে না। তবে তুমি এলে কেন তবে? নির্ধন সংসারীর স্ত্রীপুত্র অর্থাভাবে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, আমাদেরও ত তাই। হরি, তুমি ধন নও, তুমি শান্তি নও। যদি আমরা সহস্র রোগে বল্‌তে পারি,—হরি আমার স্বাস্থ্য, আমার ঔষধ, আমার শরীরের শান্তি, তবেই, হে ঈশ্বর, সংসারীতে ব্রাহ্মেতে তফাৎ, না হলে উপাসনা আমাকে, যত ক্ষণ আমি সুস্থ, তত ক্ষণ সুখী কর্‌বে। তবে তুমি বন্ধু হলে না; কেন না বিপদে যে বন্ধু, সেই বন্ধু। তুমি ধন হতে পার্‌লে না; কেন না নির্ধনীর তুমি দারিদ্র্য দূর কর্‌তে পাল্লে না। স্ত্রী পুত্র কষ্ট দেয় না, সে সময়ে বেশ উৎসব কর্‌তে পারি, নাচ্‌তে পারি। কিন্তু সেই সময় যদি শুনি, স্ত্রীপুত্র মারা গেল না খেয়ে, অমনি ভক্তের মন ধড়াস্ করে উঠিল। ধার্ম্মিক হওয়াতে লাভ আছে, কেন না দুঃখের সময় তোমাতে সুখী হতে পারি। লাখ টাকা ট্যাকে তুমি—এই যে দিন দেখব, সে দিন স্বর্গ লাভ। নতুবা মন্দিরে পূজা, বাড়ীতে পাপ! এক বার কোল দাও, ধন বলে আলিঙ্গন করি; যিনি সকল দুঃখ দূর করেন, সকল দারিদ্র্য দূর করেন, তাঁহাকে গ্রহণ করি। এক বস্তুতে সকল ধন পেয়ে জীব চিরসুখী হউক। দয়াময়ি, এক বার মাথায় হাত দিয়ে এই আশীর্ব্বাদ কর যে কেবল অন্তরে

হাসির রাজ্য দেখি, দুঃখেতে দুঃখী নই, নিত্যানন্দের রাজ্যে বসিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করি।—[ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিঃশ্বাস যোগ।

১৮ ই আগষ্ট, শনিবার।

হে জীবনসহায়, হে প্রাণদাতা, কত গোল হইতেছে জীবনে, সংসারে কত কোলাহল; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি কল আস্তে আস্তে নিয়মিতরূপে সর্ব্বদা চলিতেছে। মানুষ পাপ করে, মানুষ গোল করে; নিশ্বাসের কল থামে না। এই কলে সমস্ত উপনিষদ্ ও বেদ লেখা আছে, ও সমস্ত বিশ্বাসের মন্ত্র আছে। এমন বিশ্বাস এই নিশ্বাসে যে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। নিশ্বাস কেবল হরি হরি আস্তে আস্তে সর্ব্বদা বলে। নিশ্বাস কি, ঠাকুর? তোমার না আমার, কার? তোমার নিশ্বাস আমার নাকে ঢুকিতেছে, জীবন দিতেছে। যদি তুমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাও আমার জারি জুরি কোথা? স্বর্গ হতে প্রাণ বায়ু যদি না আসে, রাজাই বা কোথায়, প্রজাই বা কোথায়? ঐ বুকের ভিতরে শোঁ শোঁ করিতেছে, হরিমন্ত্র জপ করিতেছে, স্বর্গথেকে প্রাণ বায়ু টেনে নিচ্চে। যদি অলস অবিশ্বাসী হই তাহলে আমার প্রাণসংশয়। তোমার সঙ্গে, ভগবান্,

আমাদের নিঃশ্বাসের, প্রাণের যোগ। পিতাই বলি, মুক্তি-দাতা বলি, তত যোগ বুঝায় না—আর এই যে নিশ্বাসের যোগ, এ ভয়ানক নিকট যোগ। মানুষ নিশ্বাস রাজ্যে বড় যায় না, যোগী ভিন্ন ওখানে কেউ যায় না। যোগীরা এই সমস্ত মস্তিষ্ক প্রভৃতি ত্যাগ করে মনের রাজ্যে যেতে যেতে একটা শব্দ শুন্‌তে পান। কেরে এখানে? নিশ্বাস ঋষি গম্ভীর স্বরে বলেন, "আমি ব্রহ্মবায়ু!" বিশ্বাসী নমস্কার করে নিশ্বাসের নিকট বিশ্বাস লইলেন। আপনার প্রাণবায়ুতে যোগী যখন নিমগ্ন হইলেন,তখন তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, যোগ নিশ্বাসে। হরি সাধন অতি সহজ। নিশ্বাস, একদিকে তুমি আমার প্রাণমন্ত্রের দীক্ষা-গুরু, আর এ দিকে সহজ সাধন শিক্ষক। নিশ্বাস, তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ব্রহ্মভক্ত। ঋষি হয়ে ব্রহ্মকে আয়ত্ত করেছ। আমি ঝিলের ধারে বসিয়াছি, ভক্তিতরুমূলে যোগের পাহাড়ে বিশ্বাস করি কেবল নিশ্বাসকে। এই স্বর্গের সমাচার আনিয়া দিতেছে। বলে, "হরি বল্ না, প্রাণ বল্ না, সহজে সাধন কর্ না, সহজে ডাক্, সহজে নে।" নিশ্বাস বল্‌ছে, "দেখ্‌ছিস্ প্রত্যাদেশ আছে।" কেহ শুন্‌তে পাবে না। ও কি না গুপ্ত নিশ্বাসরাজ্যে হচ্চে এই জন্য সকলে শুন্‌তে পায় না। ভগবান্, কি তোমার খেলা! আমি টের পাচ্চিনে আমার মুখে স্তন দিয়ে রেখেছ। নাকের ভিতরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবায়ু দিচ্চ,

আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। ভগবান্ বাঁচান। শরীর সম্বন্ধেও যা মন সম্বন্ধেও তাই। যে দিন কেবল নিশ্বাস ফেলি সে দিন কেবল তোমার পূজা করি। নিশ্বাসের মত কথা কইতে দাও, পূজা কর্‌তে যাও, সংসারের যা কিছু তোমার চরণে দিতে দাও। সহস্র বিপত্তি দেখেও আমোদ কর্‌ব নিশ্বাসের মত; যোগ ভক্তি কর্‌ব নিশ্বাসের মত, তোমায় মাবলে পাদপদ্মে পড়ে থাক্‌ব নিশ্বাসের মত। এমনি সুন্দর বাতাস! ভক্তের জীবনতরীকে আস্তে আস্তে নিয়ে যায়। চুপ করে ভক্ত বসে থাকেন, নিশ্বাস নিয়ে যায়। কে নৌকা নিয়ে যায়? নিশ্বাস। এ বাতাস থামে না ফেরে না। বৈকুণ্ঠধামের দিকে চলেছে। নৌকা অবাধে আনন্দে চলিল। এই নিশ্বাসের রাজ্যে থাক্‌তে দাও। এখানকার গঙ্গা ভাল। ঐ ঈশা যান, মুষা বুদ্ধ যান, পবিত্র নিশ্বাসের বায়ুতে সকলের নৌকা যাইতেছে। নিশ্বাস, বন্ধু হও; নিশ্বাস, গুরু হও। তোমার কাছে প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বর্গলাভের উপায় করি। হে মঙ্গলময়ি, তোমার সুকোমল শ্রীচরণ অবিশ্বাসী মস্তকের উপর স্থাপন কর; নিশ্বাস গুরুর কাছে সহজে তোমায় কি করে পাওয়া যায় শিক্ষা করিব, যে নিশ্বাসে সমস্ত ভক্তগণ তরে গেছেন তাহা সাধন করিব, এই আশা করে সকলে মিলিত হয়ে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।—[ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

কৈলাসবাস।

২০ এ আগষ্ট, সোমবার।

হে মহাদেব, হে করুণাপূর্ণা প্রকৃতি! তোমার ঘর-সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন দয়া করিয়া ঘরে রাখ এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি—যে ঘর সোণার ও সুখের ঘর, যুগল রূপের ঘর। যেখানে থাকি কৈলাসবাসী কৈলাসবাসিনী হইয়া তোমার দাস দাসী হইয়া থাকি। দেবভাবও লাভ করি, দেবী ভাবও দেখিব। হে আনন্দময় পুরুষ, তুমি সেই ঘরে আমাদিগকে চিরকাল বাস করিতে দাও। তোমার সাধুদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিব আর কি সুখ চাই? আর কি মুক্তি চাই? হে দেবদেবী, হে যুগল ঈশ্বর, একেবারে ঘরশুদ্ধ এস। এবার আর ভেঙ্গে নেবো না তো। এবার সোণার প্রতিমা, সোণাব কৈলাসশুদ্ধ প্রাণের ভিতর নিয়ে আস্‌ব। নববিধানবাদীদের কপালে এত সুখ লিখিয়াছিলে। ভগবান্, প্রসন্ন হয়েছ, তোমার বাড়ী ঘর খুলে দিয়েছ, সোণার স্বর্গ পাপ চক্ষের কাছে প্রকাশিত করেছ। এখন তোমায় আর চুপ করে থাক্‌তে দিব না। প্রকৃতি দর্শনের ফল হাতে হাতে, ব্রহ্মদর্শনের ফল হাতে হাতে। মনুষ্য হওয়া যেন কেহ অভিসম্পাতের বিষয় মনে না করে। মানুষ অভাগা নয়, নারী অভাগিনী নয়। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে যারা প্রকৃতিপতিকে দর্শন করে তারা কি ছোট জীব?

বুঝিলাম, ঠাকুর, পৃথিবীতে যে রোগ শোক তাহার ভিতরে নানা রত্ন চাপা রয়েছে। নাথ, তোমার নববিধান পুরাতন মত যে উল্টে দিচ্চে।

মা, এবার সোণার কৈলাসবাসী হব। এবার ব্রহ্মলোভে লোভী, কৈলাসলোভে লোভী হয়ে তোমার দরজায় চাক্‌রী কর্‌ব। এবার চিরদিনের জন্য কৈলাসগৃহে বন্দী হয়ে রহিলাম। এই সোণার ঘরে—পাথর ঢাকা এই যে সোণার স্বর্গ খানি—যেখানে বসিলে একেবারে দেব দেবী মূর্ত্তি, ভক্তসাধু সকলকে দেখা যায়, এই খানে চির-জীবন সুখে কাটাই। মা, নিকৃষ্ট সংসার লোভ ত্যাগ করে কৈলাসধামে জীবনটা তোমার পদসেবায় কাটাইব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাতৃদৃষ্টি।

২১ এ আগষ্ট, মঙ্গলবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে যোগেশ্বর, তোমার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে মিলন,তাহা কিরূপ, কৃপা করিয়া ভক্তদিগকে বলিয়া দাও। এখন চক্ষু হইল স্বেচ্ছচারী। ইচ্ছা হয় তোমাকে দেখে, আবার ইচ্ছা হয় তো পাপ মুখও দেখে। ইচ্ছা যদি হয়

ফুলের পানে তাকায়, ইচ্ছা যদি হয় ভয়ানক নরকের দিকেও চায়। চক্ষুকে তোমার চক্ষের সঙ্গে বাঁধ তাহা হইলেই খুব সুখী হই। যে দিকে তাকাব, মাতৃদৃষ্টি সেই দিকে রহিয়াছে। যেন একটা কোন মহোৎসব হয়েছে, আর খুব ভিড় হয়েছে, ঠেলে আর যেতে পারিনে। চারিদিকে তোমার নয়নকমল সাজান রয়েছে। চক্ষু যদি বন্ধ করি ঐ নয়ন দেখি, আর যদি খুলি তাহলেও ঐ নয়ন দেখি। যত তাড়াবার চেষ্টা করেন ততই যোগীর নয়ন ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চেপে যায়। তোমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দৃষ্টির মধ্যে আমার চক্ষু চেপে গেল, আমি আর বাহির করিতে পারি না, নয়নে নয়নে আট্‌কেছে। এই অবস্থা, প্রভু, তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি। জলের ভিতরে চক্ষু, আকাশে চক্ষু, পাহাড়ে চক্ষু, চারিদিকে তোমার চক্ষু। গগন উজ্জ্বলকারী পবিত্র চক্ষু গুলি স্নেহে ভরা অতি সুকোমল জোৎস্না কেবলই বর্ষণ করিতেছে। মাখামাখি হয়ে যাচ্চে চক্ষে চক্ষে। সুনয়না, তোমার যে অত্যন্ত শুভ দৃষ্টি তাই আমার উপর বর্ষিত হউক। কখন আমার যেন অশুভ না হয়। আমাদের তাপিত প্রাণটা খুব শীতল হবে। ঐ চাঁদের হাটের ভিতরে আট্‌কে যাবে দৃষ্টি, এই চাই। হে নাথ, যোগীর নয়ন দাও, যে নয়ন তোমার দৃষ্টি হতে কিছুতেই ছাড়ান যাবে না। কেবল চক্ষুময় চক্ষুময় আকাশ। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই মার দৃষ্টি! পাপ করতেও পারবে

না, আর ভুল্‌তেও পার্‌বে না তোমায়, চক্ষু যে ভুল্‌তে পারে না। যত দূরে যাই ততই আরও ঘন চক্ষু জালে, মার দৃষ্টি জালে পড়িব। এমনি করে তোমার দৃষ্টিতে আমাদের নয়ন যুক্ত করে দাও যেন আর মাতৃনয়ন ছাড়া কোথাও কিছু দেখ্‌তে না পাই। পাপ যখন করি জ্বলন্ত মাতৃচক্ষু দেখে ভয় পাব। হে নাথ, হে প্রেমময়, পাপ দেখা যেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় এই আশীর্ব্বাদ কর। এই নয়-নকে তোমার নয়নের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখি, দৃষ্টি জালে একেবারে নয়নকে ফেলিয়া রাখিব, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুজীবন অনুকরণ।

২২ এ আগষ্ট, বুধবার।

হে পিতা, হে মাতা, আমরা চলিব জ্যোতির সন্তানের ন্যায়। অন্ধকারের পুত্রদের ন্যায় আমরা চলিব না। আমরা চক্ষে দেখিয়া চলিব না, ঠাকুর, আমরা বিশ্বাসে চলিব। হে বিশ্বাসীর ভগবান্, তোমার বিশ্বাসিগণ যেমন আকাশপথে চলেন আমরাও যেন তেমনি করে চলি। পৃথিবীর মন যোগাইতে আমরা আসি নাই। লোকজনের

আমাদিগকে শিখাইবার কি অধিকার আছে? তোমার খাসের প্রজাদের জীবন আর এক রকম, কোন বিঘ্ন বাধাকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যত পৃথিবীর গোলযোগের লোক বুদ্ধিজীবী। আমরা ঠাকুর, কেন তাদের পথে যাব? আমাদের আদেশ-কর্ত্তা তুমি। লোকে বলে, এ কাজটা করিলে মরিতে হইবে। তাঁহারা যে সংসারের প্রতি কাণা। বিপদই হয়, পৃথিবী উল্‌টেই যায়, হরি, আমাদের তার জন্য কি? আমরা তাই ভেবে চলিব, যদি একটা কষ্ট আসে? এ সকল দেখা অতি নীচ লোকের কর্ম্ম। তোমার ঈশা, তোমার শ্রীগৌরাঙ্গ এ সকল দিক দিয়া যান নাই। তোমার শাক্য একেবারে চোক বন্ধ করে ফেল্লেন, পাছে এসকল দেখ্‌তে হয়। ফলাফলচিন্তা তাঁরা কোন কালে করেন নাই। ভগবান্, ইচ্ছা হয় তেমনি করে মেদিনী কাঁপিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। ভগবানের সর্ব্বনাশ করিব, আর ঘুষ খেয়ে অবিশ্বাসীর নরকে পুড়্‌ব? না। হে পিতা, চোক দুটো কেবল উপরের দিকে তাকিয়ে থাকুক, কাণ দুটো উপরের কথা শুনুক। হে পিতা, উপরেই থাকি। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষদের এক জীবন, আর এই পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন এক। আমাদের যেন জ্ঞান উপদেশ দিবার কেউ নাই। আমরা কি এই পৃথিবীর? না। আমাদের চোক এখানকার জিনিষ দেখ্‌তে পায় না, আমাদের কাণ এখানকার কথা শুন্‌তে পায় না। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যদি চামারের মত কার্য্য করি তখন

যেমন হয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে রফা করা ঠিক্ সেই রকম। কাউকেতো ভয় করে না তোমার বিশ্বাসী। সেই অন্ধকার হৃদয়ের ঘরখানি, তার ভিতরে গিয়ে বসে বলে, "ভগবান, বল তো এ বিষয়ে কি করিব?" তুমি বলে দিলে, আর বিশ্বাসী খাঁড়া নিয়ে পৃথিবীতে বাহির হইলেন। আমরা চিনি গৌরাঙ্গ শাক্যকে; তাঁরা যা বলিবেন তাই করিব। পৃথিবীটে কি? ওর পরামর্শ কে চায়? লোক কে? মানুষগুলো কি? কীটের কথা শুন্‌বো আমরা? তোমাকে এমনি যেন বিশ্বাস করি যে কিছুতেই নড় চড় হই না। মা, আমাকে এইটে কর্‌তে বলেছেন, আমি কি আর সে কথা না শুনে অন্য কাজ ক'রতে পারি? আমরা কয়টা মানুষ বেঁচে যাই এমন আশীর্ব্বাদ কর। যাদের ভিতর দিয়ে তোমার আদেশ আস্‌ছে তাদের কথা গুলি কাণ পেতে শুনে যাই। বল্‌বার ভার তোমার, কাজ কর্‌বার ভার আমাদের। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি, গলা কাট্‌তে পারি, যত গোঁয়াতুমি কাজ আমাদের। বৃদ্ধ বয়সে মনটা যেন কিছুতে না টলে পৃথিবী কেবল রফা করতে বলে। বলে, এই যে তোদের উচ্চ মতটা একটু কমা। আর কিছু ইচ্ছা হয় না, ঠাকুর, বিশ্বাসে জীবন আরম্ভ করি, বিশ্বাসে শেষ করি। উড়্‌ব আকাশে বিশ্বাস পক্ষ দিয়ে। পৃথিবীর স্কুলে পড়িতে না দেয়, যাব মার স্কুলে। পৃথিবী না খেতে দেয়, যাব মার ধানের ক্ষেতে। আমাদের আবার ভয় কি? তোমার ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্মের

সন্ধি যেন না হয় এই কর। বিশ্বাসদুর্গের ভিতরে নিরাপদ হয়ে বসে থাকিব। সত্যের জয় হবেই হবে। পৃথিবী কিছু করিতে পারিবে না। সাধু মহাত্মাগণের জীবনের অনুকরণ করে চিরসুখী হব, মা, অনুগ্রহ করে আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বস্বান্ত।

২৩ এ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার।

হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেমের সিন্ধু, তুমি প্রবেশ করিবার সময় অতি সূক্ষ্ম, শেষে অতি বৃহৎ। প্রথমে চাও অতি অল্প, শেষে প্রবলরূপে অনেকটা আক্রমণ করিয়া লও। প্রথমে শান্ত, হে ভগবান্, তার পর অত্যন্ত তেজস্বী। প্রথমে যখন ঘরে এস তখন রাখিলেও রাখিতে পারি, বিদায়ও করিতে পারি; শেষে আর কিছুতেই বাহির হও না। হাতটান তোমার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় সকল ভক্তই দেখিয়াছেন। জগদীশ, "দাও দাও" ক্রমাগত বলিতেছ কেন? দিলেও নিস্তার নাই, না দিলেও তাই। হৃদয়ের ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে কারবার করা বড় মস্কিল। একটু আধটু উপাসনা করে যদি মানুষের কাজ চল্‌ত তাহলে তোমার নব বিধানে লোক আর ধরত না। আজ কাল তোমার

তীর্থযাত্রায় লোক বড় কম। তুমি যদি এত বাড়াবাড়ি কর তাহলে লোক যাও আস্ত এখন তাও আসবে না। আগে তোমার রাস্তায় ঘাস হত না, কেন না এত লোকের ভিড়; কিন্তু এখন তোমার সদর দরজায় ঘাস হয়েছে। তুমি বল, "আমার যদি দুটো লোক একেবারে জন্মের মত হয়ে যায় তা হলেই হল।" তুমিত সংসারে মানুষ নিয়ে বাণিজ্য কত্তে আসনি? তোমার হল কেড়ে নেওয়া ব্যবসায়। একটু যে দেয় তাহার সর্ব্বস্বান্ত করা হল তোমার কারবার। তুমি কি আর কারুর কথা শুন্‌বে? পরমেশ্বর, এ স্বভাবে তোমারও সুখ, আমাদেরও সুখ। যে সমস্ত কেড়ে নেয় তারও সুখ, আর যার সর্ব্বস্ব গিয়েছে তারও সুখ। পূরো আদায়টী কর। হরি হে, ভগবদ্‌ভক্ত মন যদি হয়ে থাকে, ভাগবতী তনু হয়ে যাক্, পরিবার তোমার হয়ে যাক্। তোমার আক্রমণে পড়ে আর যেন কিছু বাঁচাবার চেষ্টা না করি, বরং যা আছে সকল তোমার শ্রীচরণে একেবারে ঢেলে দি। তোমাকে অনেক দিলাম, আমার খানিক রৈল এরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধি যেন না হয়, হে মা, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন।

ভাদ্র, রবিবার।

হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক বিষয়কে মন্দ বলি, যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শত্রু মনে করি। অধিক বয়স আমাদের অপ্রিয়। বার্দ্ধক্য আমাদেব মনে অপ্রিয় বস্তু। রোগ আমাদের অসহ্য, ইহাকে আমরা ভালবাসি না। ভগবান্, পৃথিবীর যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার, ইহাদিগকে আমরা একেবারে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ। যৌবনের হাসি খুসি ভাল; বার্দ্ধক্য ভাল লাগে না। বসন্তকালের প্রফুল্ল কুসুম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের সৌন্দর্য্যরহিত জগৎ তেমন নহে। আমরা হইয়াছি বিচারক। এটা ভাল, এটা মন্দ বলি; অথচ জানি দুইই মার হাত হইতে। উপাসনার সময় ভাল লাগে। আপিষে বড় কষ্ট পেতে হয়। দয়াময়, দেখ অনেক সত্য দ্রব্য মূর্খের কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাল প্রস্ফুটিত হয় তখনি বুঝিতে পারা যায়। অমৃত-সাগরে যে ভাসে সে যদি চিৎ হয়ে সাঁতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় হলে সাম্‌নে লাগে। ভাসা তত সুখ নয়, ডোবা যত। ডুবিব স্বীকার, কিন্তু যদি ভার না পড়ে? দুঃখের ভার যদি একটা না আসে তবে কেমনে ডুবিব?

হাসি অন্তরের উপরে, ভিতরে ত নয়। আনন্দময়ি, আমা-দের মনে ভার পড়ুক। যত বার্দ্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায়। শুধু চায় কেন? সেই ভারে ডোবে। হে ভগবান্, ভারের রহস্য কে বুঝে? রোগে যে আমার সুখ আছে তাহা কে বুঝে? যদি একটা রোগ আসে মুখ ভার হয়, বিরক্ত হই; বলি, কুড়ি বছর পূজা করিলাম দুঃখের জন্য, একতারা বাজাইয়া গান করেছি এই জন্য। দে ভগবতীকে তাড়াইয়া; কিন্তু মা, এখন বুঝিতেছি যাই হোক, তোমার হাতটা মিষ্ট। উহা হইতে যাই আসুক তাই সুখ। যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। আরোহীর কত সুখ! এ কি মজা, আগে জান্‌তাম না। আগে জান্‌তাম ভাসা মজা, ডুবা দুঃখ। কিন্তু এখন দেখি মজার তরী মজার সাগরে ডুবেই সুখা। গভীর জলের ভাব কে বুঝে? উপরে যে থাকে গভীর জলে মকর কি করে তাকি সে জানে? হে ভগবান্, দুঃখের ভারে মনটা তোমাতে খুব ডুবে গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারী, ষাট আরো। যৌবনে এ মজা নাই। নীচেই মজা, উপরে গরম; নীচে এস, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। আর যত বড় মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখা। ঈশা মকর, মুষা মকর। আর উপরে সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাফাচ্ছে। এই সকলের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের লোকের দেখা। তাই বলি,

মা, এ কি ? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখা হল না! মা, কল্লে কি, পঞ্চাশ বৎসরেও তাঁদের সঙ্গে দেখা হল না ? হেঁসে বলিলে, " আগে ভার পড়ুক, তবে তা হবে।" তাঁরা কি এখানে থাকেন ? গভীর জলে তাঁদের বাস। ভার না হলে কি হবে ? ভার কে দেবে ? এখন বয়স এলেন ভার নিয়ে, রোগে এলেন খান দশ পাথর নিয়ে। সংসারের পরীক্ষা বিপদ এলেন কতকগুলো পাতর নিয়ে; দিলেন আমায় নৌকায় ফেলে। এবার মজা, তরী আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব ডুবিলাম; প্রেমে, আনন্দে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে মন মজা করে ডুবিতেছে। মা, এ জায়গায় কত মজা; যত বড় বড় মকর এখানে। আঃ এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের জলে কি আমার গৌর যাবেন ? ভক্ত সঙ্গে দেখা লোকের ঐ জন্যই হয় না। গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায় ? মা, কি আশ্চর্য্য! রোগ, শোক, দুঃখ,—একেও সুখের সোপান করে দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই দুঃখের কারাগার তোমার করস্পর্শে সুখের আগার হল। মা, শোকের আগুন অমৃত সরোবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির সাগরে, প্রেমের সাগরে সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর স্থানে ডুবিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমবশ্যতা।

২৪এ আগষ্ট, শুক্রবার।

হে পরীক্ষিত সখা, তোমার আর ভাবনা কি? এখনও কি তোমার ভয় আছে পাছে আমরা চলিয়া যাই? তুমি কি মনে কর একশটা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এখনও আবার তুমি ভালবাস কি না তাহার পরীক্ষা দিতে হবে? এখনও তোমার প্রেমে অচল বিশ্বাস হল না! অপমান করে, মেরে,আমাদের এখনও মনের সন্দেহ মিট্‌ল না! এত বার মার হাত ধরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আবার ঘুরে ফিরে এয়েছ। হৃদয়বন্ধু, আর কেন? এত বার পরীক্ষিত হয়েও দাঁড়িয়ে আছ? নদীতে জোয়ার এল আবার ভাঁটা হল। ব্রহ্মপ্রেম যেমন প্রবল তেমনি একটুও কমে নি। একা নয়, আমরা দল শুদ্ধ তোমাকে তাড়িয়েছি, তবুও দয়াময়, এত অপমান লাঞ্ছনা খেয়ে চোরের মত, গরিবের মত প্রত্যেক ভক্তের ঘরে পড়ে রয়েছ, তথাপি বন্ধুতা করতে ছাড় না। মা দয়াময়ি, ছেলে গুল তোমাকে তাড়িয়ে দিলে, যত তাড়িয়ে দেয় তত তুমি আরও তাহাকে জড়াইয়া ধর। কত বার অপমান করবে? ও তো মানুষের চামড়া নয় যে আঘাত লাগ্‌বে, ও যে চিন্ময় আত্মা। যত ঠেলি আরও জোর করে আস্‌ছ, এই পঁচিশ বৎসরের খেলা খুব দেখেছি, ভগবান্। এত ঠেলা ঠেলিতেও ব্রহ্ম আমাদের বাড়ী ছাড়লেন না; এবং যাতে

আমাদের ভাল হয়, তাই চেষ্টা কর্‌ছ। তুমি ভক্তের বাড়ী ছাড় না, ছাড়বে না, তার বাড়ী তোমার বড় ভাল লাগে। আমি তোমার বাড়ী কত বার ভেঙে দিলাম, তুমি আপনার পয়সা খরচ করে আবার নূতন পাথরের শক্ত বাড়ী তৈয়ার কল্লে। দুটো পাঁচটা প্রেম প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছ, জান যে শেষে এ সমস্ত তোমারই হবে। তোমার মত ভাল বাস্‌বার লোক আর কোথাও নাই। মার খেয়েও যে প্রেম দেয় তার মতন আর কে আছে? এ যে ছাড়বার পাত্র নয়। এ যে আদুরে গোপাল। একে দশ ঘা মারলেও যা, আদর কল্লেও তাই। আপমান বোধ যদি এঁর থাক্‌বে, তাহা হইলে কি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ হত? আর যেন আমরা তোমায় পরীক্ষা কর্‌তে না চাই। রাগিবার লোক তুমি মোটেই নও। ও স্বভাবটা তোমার স্বর্গস্থ ভক্ত সন্তানেরাও পেয়েছেন। কত যে তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছি ভাবিয়া অনুতাপ করিব, তোমাকে চির দিন আপনার করিয়া লইব, আর কখনও তোমাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিব না, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একত্ব।

৩১ আগষ্ট, শুক্রবার।

হে পিতা, হে বিচারপতি, আমাদের ন্যায় লোকের সামান্য বিচার কখনই হইবে না। আর আমরা যদি দণ্ড পাই লঘু দণ্ডের প্রত্যাশা করি না। শুনিয়াছি, যাহা-দিগকে উচ্চ ভার দিয়াছ, বিশেষ করুণা দেখাইয়াছ, তাহাদের কাছে নাকি খুব উচ্চ জীবন চাও। তাহলে আমাদের বিচার সামান্য অবিশ্বাসীদের ন্যায় তো হবে না। ঈশ্বর, কি আর বাকি রাখিলে দিতে? সংসারের পয়সা পর্য্যন্ত, আর এদিকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, কি আর বাকি রেখেছ? কোন্ উপদেশ না দিলে, কোন্ শাস্ত্র না পড়ালে? হাতে ধরে কোন্ মুক্তি না দেখাইলে? কত সাধাসাধি করিলে; নাথ, আমাদের ওজর আর নাই। আমরা যোগী হইলাম না, ভক্ত হইলাম না, এ কথা সামান্য শৃগাল কুকুরও শুনিবে না। বড় শক্ত আইন আমাদের সম্বন্ধে! খুনী লোকে-দের যে দণ্ড হয়, আমাদের বোধ হয়, তাই হবে। কুড়ি বৎসর শুনছি, দৃষ্টান্তের বাকি নাই; যেন চাঁদের হাট আমাদের ঘরে। একেবারে ওজর কর্‌বার মুখ তো বন্ধ হইল। হরি হে, তোমার সঙ্গে এক হয়ে যাবার যে কথা ছিল, হল না। পাপ, অবিশ্বাস প্রতিবন্ধক হল। শত্রু যদি আমাদের পদাঘাত করে আমরা তাহার পদ চুম্বন করিতে পারি না। তোমাকে বলি, হরি, এ কে পারে?

ওজর খাটিবে না। ক্ষমার নীতি ক্রমাগত শুনিতেছি, কিছু হল না। তবে কি আমরা ভয়ানক নরকের জন্য রহিলাম? হরি, এখনও যে সময় আছে। একেবারে যোগে তোমার সঙ্গে লীন হয়ে যাই। আর কিছু চাই না। যেমন গুরুপাপ করেছি, তেমনি গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত। একেবারে তোমার মধ্যে চুপ করে ডুবে যাব। মরে গিয়ে পিতার স্বভাবে এক হয়ে যাওয়া একি ও পাড়ার অবিশ্বাসীরা দেখাবে? না, তুমি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য আমাদের অনুরুদ্ধ করেছ। কতকগুলো মুটে মজুর যোগী হবে, আমরা কি দুটো গান গেয়ে চুপ করব? যেমন নরহত্যা করেছি, নববিধানকে অবিশ্বাস করে অপমান করেছি, তেমনি একটা ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করে যোগে লীন হয়ে যাই। আমার চোখ তোমার চোখ হয়ে চারি-দিকে তোমাকে দেখিবে। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ হয়ে হরি হরি বলিবে। কোন্ লক্ষ্মী ছাড়া আর স্বতন্ত্র থাকিবে, এই গালাগালি দিয়ে এখন হইতে নূতন পথ ধরিতে হইবে। একেবারে নিজের আমিত্বকে শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। একটি দল তৈয়ার কর যাহাদের প্রত্যেকের 'আমি' তুমি হবে। দেখে পৃথিবীর আশা হবে। আর সামান্য দুর্গন্ধ সাধন লয়ে বসে আছি, আমি টেকে ভোজবাজীর খেলার মত উড়িয়ে দাও। দেখি যে আমি নাই, কেবল চারিদিকে হরি। যে ঝগড়া

কর্‌বে, যে কামী হবে সে আর নাই। ভয়ানক বিচারে বিচারিত হব বলে এই বার প্রায়শ্চিত্ত করি। এই আশীর্ব্বাদ কর যে ছোট খাটো কাজেতে সময় নষ্ট না করি, ভয়ানক বিচারের সময় আস্‌ছে দেখে একেবারে তোমার ভিতরে প্রাণকে ঢেলে দিয়ে তোমার সঙ্গে একেবারে চিরজন্মের মত লীন হয়ে যাই। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তিনে একত্ব।

১৫ ই ভাদ্র, বৃহস্পতি বার।

হে দয়াল হরি, হে মুক্তিপ্রদাতা, তোমাকেত চিনিলাম, কিছু কিছু বুঝিলাম। কিন্তু ঐ জীবটা কে? এর নাম কি? কোথায় থাকে? এ আমার কে হয়? একে আমি কি করিব? কেমনে এর সঙ্গে থাকিব? এ সকল জানিলাম না, অথচ জীবনপ্রদীপ প্রায় নিবে এল। ভ্রান্ত সাধকেরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে তোমাকে ভাবে ভাল বাসে; জীবকে তুচ্ছ করে ভাবে না, প্রেম করে না। খালি তোমাতে স্বর্গ কল্পনা করে; আর জীবেতে নরক কল্পনা করে। তারা তোমায় পায়; কিন্তু ঠিক তোমায় পায় না। তুমি সন্তানকোলে জননী। তোমার ছেলেকে কেটে, তোমার কোল শূন্য করে, তোমাকে নিলে তুমি সন্তুষ্ট

নও। তুমি জীবেতে, জীব তোমাতে, কাট্‌ব কাকে? জীবকে কাট্‌তে গেলে তোমার খানিকটা কেটে যায়। জীব তোমা-অপেক্ষা শক্ত; তোমাকে বোঝা যায়, জীবকে বোঝা যায় না। একটা শরীরের খোসার ভিতরে গুপ্ত ব্রহ্মখণ্ড। এটাকে মারি, তাড়াই, না হয় এতে মায়াবদ্ধ হই। জগদীশ, তুমি বল এ সবই চিত্তবিকার। যে যোগী, সে আমাতে যোগী, জীবে যোগী। ভগবান্, পরস্পরের যোগ হোল না? কেবল হরিযোগ? আমরা, ভগবান্, বড়লোক হ'য়ে জীবকে তুচ্ছ করি। তবে, ভগবান্, তুমি চাঁড়ালের ঘরে রাঁধুনি হও কেন? আমরা কি তোমার চেয়ে বড়? তুমি জীবের ঘরে চাকরী কর। তুমি পূর্ণমাত্রায় পার, তুমি পূর্ণ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কেন আধখানা চাকরি করি না? তুমি ছেলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছ, আমি কতটা মিশি না কেন? জগদীশ, যোগটা কি অপূর্ণ থাকিবে? জীবে, ব্রহ্মে, সাধকে মিশে যায় না কেন? যখন যোগে বসব তখন দেখ্‌ব সমস্ত মানব আমাতে, আর আমি তোমাতে। মা, যখন যোগের সাগরে ডুবিব, তখন একলা ডুবিব না, সকল পৃথিবীকে নিয়ে ডুব্‌ব। যদি স্নান করব, তবে একলা কেন করিব মা? সকল বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে ঝুপ্ করে তোমার প্রেমসরোবরে ঝাঁপ দিব। আঁধার ঘরে চোক বুঁজে থাকার যোগ আমি মানি না। তার চেয়ে চুপ করে থাকলেওত হয়, গাঁজা খেয়ে বসে থাকলেওত হয়। স্বপ্নের অবস্থায়,

আহা কেমন সুখ! কেমন হরিযোগ! এ কথা বলা আমি চাই না, আমি সত্যযোগ চাই। তোমাতে যখন ডুবিব, দেখিব বুক ভরা জগৎ। ভাই বন্ধু, স্বদেশ বিদেশ, বন উপবন, শত্রু মিত্র, প্রভু দাস, চিনি যেমন জলে গুলে যায় আমরা তেমনি করে তোমাতে এক হয়ে গিয়াছি। আমি জগৎকে ভাল বাসি, কাকেও ছাড়তে পারি না, আমাকেও ছাড়িতে কেহ পারে না। ছোট প্রেম কাহাকেও আমি দিতে পারি না। সকলে বলে, সমগ্র প্রেম নিতে চাই। ভাল বাসিয়াছি পরিবারকে, সে বলে আরো ভাল বাস। ভাল বাসিয়াছি বন্ধুকে, সে বলে এতে হয় না। ভাল বাসিয়াছি দেশকে, সে বলে আরো দেশানুরাগ চাই। কত উপকার করেছি পৃথিবীর, সে বলে এ হলো না। বলে, আমাকে বুকপেতে দে দেখি, আমার সঙ্গে একখানা হয়ে যা দেখি। ঠাকুর, তুমি যা বল, তোমার জীবও তাই শিখেছে। সমস্ত চায়। ঘর, বাড়ী, ধন, মান সব চায়। ঠাকুর আগেত এ জানতাম না। আগে মনে করেছিলাম তোমার পায়ে দুটো ফুল ফেলে দিলেই হলো, আদি ব্রাহ্মসমাজে এই শিখেছিলাম। এখন অনাদিব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে দেখি এক হয়ে যেতে হবে। তাও ভাবিলাম ভগবানের সঙ্গে এক হব, ভালইত, বড়লোক হয়ে যাব। এ আবার তাও নয়, পাপী চণ্ডাল শত্রু মিত্র সবার সঙ্গে এক হইতে হবে। ঠাকুর, তবে একটা যোগের সমুদ্র কেটে

দাও, তাতে সবাই ডুবি। আমি ডুবি, তুমি ডোব, জীব ডুবুক। তা না হলে ত আর যোগ হয় না। মা, সেই রাগ, সেই হিংসা, সেই প্রতিশোধ ইচ্ছা এখনও আছে। মা, তোমার বাটীতে এসেও ঐ গোল? তবে মধ্যে একটা কোথায় গোল আছে। বুঝেছি গোল কোথায়। জীবতত্ত্ব বই খানা পড়া হয় নাই। সে বই খানা আমাদের স্কুলে ছিল না, অথবা যে শ্রেণীতে ছিল আমরা তা ডিঙ্গিয়ে এসেছি। পড়া হয় নাই, এখন উপায়? এখন ত পণ্ডিতের সর্ব্বনাশ। বই খানা পড়া আগে উচিত ছিল। জীবের গায় হাত দিয়ে কেন দেখ্‌লে না তাতে ব্রহ্মতেজ আছে কি না। ও ঠাকুর, তোমার কাছে যেতে সবাই চায়, বড়মানু-ষির জন্য। জীবের কাছে কেহ যেতে চায় না। জীবে যদি তোমায় না দেখ্‌লাম, তবে আর হলো কি? নিত্য ব্রহ্ম দেখেও যে সুখ, সাধুতে ব্রহ্ম দেখেও সেই সুখ। মা, জীবের বুকটা চিরে দাও, দেখি কেমন করে তুমি বসে আছ। তার পর তাকে দেখে, খেয়ে হজম করে ফেলি। দয়াময়ী, আশীর্ব্বাদ কর, জীবে ব্রহ্মে যেন ভেদাভেদ দেখিতে না পাই। মা, আর যেন জীবকে ঘৃণা না করি। মা, তোমাকেও নেব, তোমার ছেলেকেও নেব। তিন জনে, (তোমাতে, জীবেতে, আমাতে) এক হয়ে ভক্তির সহিত তোমার চরণ বন্দনা করিব। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ